জাগরণ
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 3 June, 2024 ■ আগরতলা ৩ জুন ২০২৪ ইং ■ ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভারতের নির্বাচন কমিশন
Election Commission of India

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

ভারতের নির্বাচন কমিশন

গণতন্ত্রের বৃহত্তম উৎসবে অংশগ্রহণের
জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও

ধন্যবাদ

জানায় সকল

গর্বিত ভোটার

রাজনৈতিক দল
ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী

ভোটকর্মী
ও এজেন্সি

নিরাপত্তাকর্মী

মিডিয়া

ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর কাজে
সহায়ক সকল সহযোগী প্রতিষ্ঠান/এজেন্সিকে

CBC 52101/13/0036/2425

এই সাইটটি দেখুন : elections24.eci.gov.in

fb.com/ECI @ecisveep youtube.com/eci /company/election-commission-of-india-official @ecisveep Election Commission of India

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ২৩১ ◘ ৩ জুন ২০২৪ ইং◘ ২০ জ্যৈষ্ঠ ◘ সোমবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ব্যয়বহুল ভোট দেখিল ভারত!

উন্নয়নশীল দেশ ভারতে নির্বাচনের ব্যয় যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে বিভিন্ন মহলে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছে। নির্বাচনকে ব্যয়বহুল না করিয়া অপেক্ষাকৃত কম খরচে নির্বাচন করব সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করিতে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বিভিন্ন মহল হইতে দাবি উঠিয়াছে। এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় নির্বাচন টাকার খেলায় পরিণত হইবে। ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়িবে। সচেতন নাগরিকদের কাছে ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোর মতো খাতে বাজেট কম পড়ে অনেক সময়। প্রকল্প থমকে যায়। সামনে আসে সরকারের লক্ষ কোটি টাকার দেনা। সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ানোর প্রশ্নেও ভাঁড়ারে টানের কথা ওঠে। সেই ভারতেই হইয়া গেল 'বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচন'! চলতি নির্বাচনে খরচ হইয়াছে ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। খরচের বহরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকেও পিছনে ফেলিয়াছে চলতি লোকসভা ভোট। সম্প্রতি এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ।

নির্বাচনী খরচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে। যাহাতে রাতের ঘুম উড়িয়া যাইতেছে নিরীহ নির্দল প্রার্থীর। যদিও ভোট জয় পাইতে খরচ নিয়া ভাবিতেছে না প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি। সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে খরচ হইয়াছিল ৫৫ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা। ১৯৫১-৫২ সালের ভোটের সঙ্গে তুলনা করিলে খরচের সীমার বৃদ্ধি হইয়াছে ৩০০ গুণ। তখন এক জন প্রার্থী সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা খরচ করিতে পারিতেন। বর্তমান যাহা প্রায় কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। ২০২২-র আগে পর্যন্ত প্রতি সাংসদ পদপ্রার্থী ৯৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করিতে পারিতেন। বিধায়ক পদপ্রার্থী খরচ করিতে পারিতেন রাজ্য ভেদে ২৮-৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। অন্যদিকে ছোট রাজ্যে সাংসদ পদপ্রার্থীরা খরচ করিতে পারিতেন ৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ওই রাজ্যগুলিতে বিধায়ক পদপ্রার্থীরা খরচ করিতে পারিতেন ২৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।যদিও দলের খরচের কোনও ঊর্ধসীমা নাই। এই সুযোগেই মিছিল, সভার পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম এবং সোশাল মিডিয়ায় প্রিন্ট এবং অডিও ভিসুয়াল বিজ্ঞাপনের বন্যা বইতেছে। বিজেপি, কংগ্রেস, আপ, তৃণমূলের মতো দলগুলি রীতিমতো বড়সড় বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে কাজ করিতেছে। লক্ষ কোটি টাকার বিনিময়ে তৈরি হইতেছে মনভোলানো তথা চমকদার বিজ্ঞাপন। সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজের তরফে রিপোর্টে বলা হইয়াছে, একটি ভোট পাইতে রাজনৈতিক দলগুলির গড় খরচ ১,৪০০ টাকা। সব মিলাইয়া চলতি নির্বাচনে খরচ হইয়াছে ১.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। যাহা রেকর্ড গড়িয়া বিশ্বের সবচাইতে ব্যয়বহুল নির্বাচন হইয়া উঠিয়াছে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে খরচ

হইয়াছিল ১.২০ লক্ষ কোটি টাকা। অতীতের যাবতীয় ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে ইহামান হয়েছে।

রবিবার দিনভর মেঘলা আকাশ, ভ্যাপসা গরম, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.): রবিবার সূর্যের দাপট না থাকলেও দিনভর মেঘলা আকাশ আর ভ্যাপসা গরম থাকবে। যদিও এদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের অধিকাংশ জেলায়।

রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূমে। বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

এদিন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং এবং কালিম্পঙেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে বর্ষা। যার জেরে টানা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে।

ভোট মিটতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক বার্তা নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): প্রায় সব বুথ ফেরত সমীক্ষায় ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট।

ভোট মিটতেই এবং সমীক্ষার ফল বেরনোর পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একাধিক বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুরুতেই ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মোদী। লিখেছেন, 'যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। তাদের প্রতিশ্রুতি এবং নিষ্ঠা নিশ্চিত করে যে আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশ লাভ করেছে। আমি ভারতের নারী শক্তি এবং যুবশক্তির বিশেষভাবে প্রশংসা করতে চাই। নির্বাচনে তাদের শক্তিশালী উপস্থিতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ।'

তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিজেপি কার্যকর্তাদের প্রতি। লিখেছেন, 'আমি প্রতিটি এনডিএ কার্যকর্তাকে সাধুবাদ জানাতে চাই। এই গরমে যেভাবে আমাদের উন্নয়নের মডেল দেশজুড়ে পৌঁছে দিয়েছেন, সেটা অভাবনীয়। আমাদের কার্যকর্তারা সেরা। আমাদের কার্যকর্তারা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।'

বিগত দু'টি সরকারের উন্নয়নের সুফল দেখেই ভারতবাসী এনডিএ-র উপর আস্থা রেখেছেন বলে দাবি মোদীর। লিখেছেন, 'আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে, ভারতের জনগণ রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিয়ে এনডিএ সরকারকে পুনর্নির্বাচিত করেছে। তাঁরা আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখেছে এবং আমাদের কাজ যেভাবে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং নিম্নবিত্তদের জীবনে একটি গুণগত পরিবর্তন এনেছে তাতে আস্থা দেখিয়েছেন। পাশাপাশি, তারা দেখেছেন যে কীভাবে নানা সংস্কারকাজ ভারতকে পঞ্চম বৃহত্তম বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। আমাদের প্রতিটি প্রকল্প কোনও পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সকলের কাছে পৌঁছেছে।'

সমগ্র ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন ও নিরাপত্তা বাহিনীকে।

কিন্তু বিরোধীদের কটাক্ষ করে মোদীর তোপ, 'সুবিধাবাদী ইন্ডি জোট ভোটারদের সঙ্গে একাত্ম হতে ব্যর্থ হয়েছে। ওরা বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিবাজ। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারকে রক্ষা করাই লক্ষ্য এদের। এই জোট জাতির জন্য ভবিষ্যত-এর পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

কন্যাকুমারীতে সাধনা থেকে নতুন সংকল্পের উদ্ভব: শ্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

আমার প্রিয় দেশবাসী,

গণতন্ত্রের জননীতে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় মহাপর্বের এক পর্ব আজ ১ জুন শেষ হচ্ছেউ কন্যাকুমারীতে তিনদিনের আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার পর, আমি এখন দিল্লি যাওয়ার বিমানে এসে বসেছি... কাশী আরো অনেক আসনের জন্য গতগ্রহণ চলছেউ অনেক অভিজ্ঞতা আর কত আবেগ... আমি সীমাহীন এক শক্তির প্রবাহ আমার মধ্যে অনুভব করছিউ

বাস্তবিকই, ২৪-এর এই নির্বাচনে কত কত সুখজনক সমাপতনের ঘটনা ঘটেছেউ অমৃতকালের এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান আমি ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণাস্থল মীরাট থেকে শুরু করি। মা ভারতীর পরিক্রমার মধ্য দিয়ে এই নির্বাচনে আমার শেষ সভাটি পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে হয়েছিল। সন্ত রবিদাসজির তপোভূমি, আমাদের গুরুদের ভূমি

জন্ম থেকেই আমাকে এই সংস্কারগুলি দেওয়ার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছেও কৃতজ্ঞ। আমি এটাও ভাবছিলাম যে, সেই স্থানে সাধনার সময় স্বামী বিবেকানন্দ কী অনুভব করেছিলেন! আমার সাধনার কিছু অংশ এই ধরনের চিন্তার স্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে, শান্তি ও নীরবতার মধ্যে, আমার মনে ক্রমাগত ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, ভারতের লক্ষ্যের জন্য চিন্তাভাবনা প্রবাহিত হচ্ছিল। কন্যাকুমারীর উদীয়মান সূর্য আমার চিন্তাভাবনাকে এক নতুন উচ্চতা দিয়েছে, সমুদ্রের বিশালতা আমার চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করেছে এবং দিগন্তের বিস্তৃতি মহাবিশ্বের গভীরে থাকা একাত্মতা, একতার এক অবিচ্ছিন্ন অনুভূতি দিয়েছেউ মনে হচ্ছিল যেন, কয়েক দশক আগে হিমালয়ের কোলে করা চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

গান্ধী মণ্ডপম এবং কামরাজর মণি মণ্ডপম রয়েছে। মহান বীরদের চিন্তাভাবনার এই ধারা এখানে রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনার সঙ্গম তৈরি করে। এটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য মহান অনুপ্রেরণার জন্ম দেয়। যাঁরা ভারতের জাতীয়তা এবং দেশের ঐক্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এই কন্যাকুমারীর ভূমি তাঁদেরকে একতার অবিস্মরণীয় বার্তা দেয়।

কন্যাকুমারীর সন্ত তিরুভল্লুভারের বিশাল মূর্তিটি সমুদ্র থেকে মা ভারতীর বিস্তৃতি দেখছে বলে মনে হয়। তাঁর রচনা ''থিরুক্কুরাল'' তামিল সাহিত্যের রত্ন খচিত মুকুটের মতো। এটি জীবনের প্রতিটি দিকের বর্ণনা রয়েছে, যা আমাদের নিজেদের এবং রাষ্ট্রের জন্য আমাদের সেরাটা দিতে অনুপ্রাণিত করে। এমন মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোও আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, ভারতের সফল প্রচেষ্টায় সব দেশ উৎসাহিত হয়েছে ও সহযোগিতাও পেয়েছেউ

আজ ভারতের শাসন ব্যবস্থা বিশ্বের অনেক দেশের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র ১০ বছরে ২৫ কোটি মানুষের দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসা নজিরবিহীন। জনমুখী সুশাসন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকের মতো উদ্ভাবনী পরীক্ষাগুলি নিয়ে আজ বিশ্বে আলোচনা হচ্ছে। দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন থেকে শুরু করে সমাজের শেষ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। ভারতের ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযান আজ সমগ্র বিশ্বের কাছে একটি উদাহরণ যে, কীভাবে আমরা প্রযুক্তির ব্যবহার করে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করতে পারি, স্বচ্ছতা আনতে পারি, তাঁদের অধিকার দিতে পারি। ভারতে সস্তা ডেটা আজ দরিদ্রদের তথ্য ও পরিষেবাগুলির উপলব্ধতা এবং আরও বড় লক্ষ্যের দিকে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদেরকে নতুন স্বপ্ন দেখতে হবে। আমাদের স্বপ্নগুলিকে নিজের জীবন বানাতে হবে এবং সেই স্বপ্নগুলিতে বাঁচতে শুরু করতে হবে।

ভারতের উন্নয়নকে বিশ্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখতে হবে এবং এর জন্য ভারতের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যকে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শক্তিকে আমাদের স্বীকার করতে হবে, সেগুলিকে পরিপুষ্ট করতে হবে এবং বিশ্বের স্বার্থে সেগুলির পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। আজকের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে, একটি তরুণ দেশ হিসেবে ভারতের সম্ভাবনা একটি সুখকর সংযোগ এবং একটি বিশেষ সুযোগ, যেখান থেকে আমরা পেছন ফিরে দেখবো নাউ

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব ভারতের দিকে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। এবং বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অনেক পরিবর্তনও করতে হবে।

বন্ধুগণ,

আমাদের প্রতি মুহূর্তে গর্বিত হওয়া উচিত যে, ঈশ্বর আমাদেরকে ভারতের মাটিতে জন্ম দিয়েছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে ভারতের সেবা করার জন্য এবং ভারতের শীর্ষে পৌঁছনোর যাত্রায় আমাদের ভূমিকা পালন করার জন্য বেছে নিয়েছেন। প্রাচীন মূল্যবোধকে আধুনিক রূপে গ্রহণ করে আমাদের ঐতিহ্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের পুরনো চিন্তাভাবনা ও বিশ্বাসকেও সংশোধন করতে হবে। আমাদের সমাজকে পেশাদার হতাশাবাদীদের চাপ থেকে, প্রফেশনাল পেসিমিস্টদের চাপ থেকে বের করে আনতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, নেতিবাচকতা থেকে মুক্তিই সাফল্যের পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর প্রথম ভেষজ। ইতিবাচকতার মধ্যে নিহিত রয়েছে সফলতা।

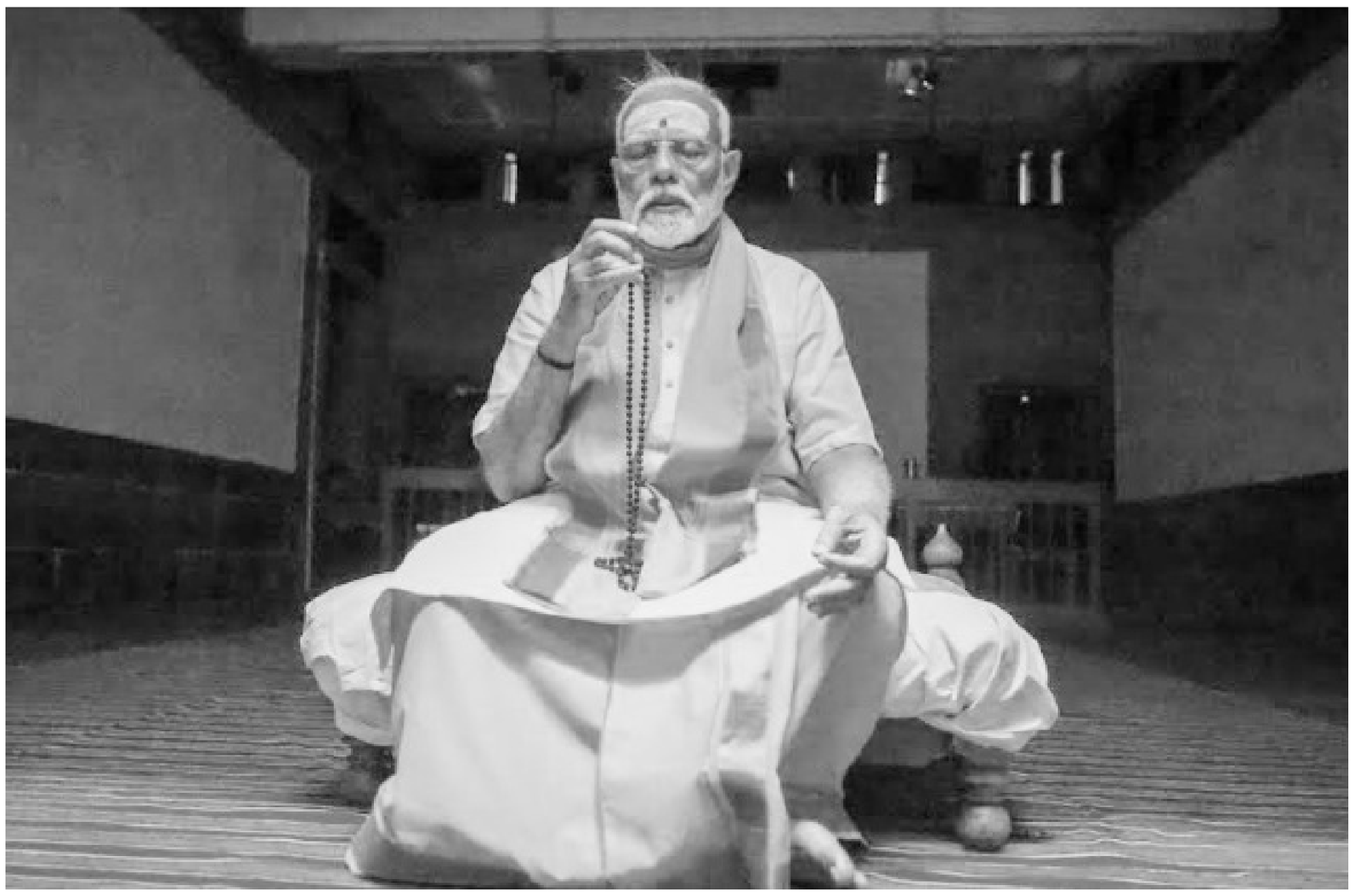

পাঞ্জাবে শেষ সভা করার সৌভাগ্যও এক বিশেষ বিষয়উ এর পরে কন্যাকুমারীতে ভারতমাতার চরণে বসার সুযোগ পেলামউ প্রাথমিক মহূর্তে নির্বাচনের কোলাহল মন ও মস্তিষ্কে অনুরণিত হচ্ছিলউ র‍্যালিতে, রোডশো-তে দেখা অগণিত মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিলউ মা, বোন ও কন্যাদের অগাধ ভালবাসার সেই জোয়ার, তাঁদের আশীর্বাদ... তাঁদের চোখে আমার প্রতি সেই বিশ্বাস, সেই স্নেহ... আমি সবকিছু অনুভব করছিলামউ আমার চোখ ভিজে যাচ্ছিল... আমি এক শূন্যতার দিকে চলে যাচ্ছিলাম, সাধনায় প্রবেশ করছিলামউ

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক, আঘাত-প্রত্যাঘাত... অভিযোগের স্বর আর শব্দ, সব কিছুই নিজে থেকেই শূন্যতায় পরিণত হতে থাকে। আমার মনে নিস্তব্ধতার ভাব আরও তীব্র হয়ে উঠে...আমার মন বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এত বড় দায়িত্বের মধ্যে এই ধরনের সাধনা কঠিন, কিন্তু কন্যাকুমারীর ভূমি এবং স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা এটিকে সহজ করে দিয়েছে। সাংসদ হিসাবে আমার নির্বাচন আমার কাশীর ভোটারদের পায়ের কাছে রেখে আমি এখানে চলে এসেছি।

কন্যাকুমারীর এই জায়গাটি সবসময়ই আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি ছিল। শ্রী একনাথ রানাডেজি কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। একনাথজির সঙ্গে আমার ভ্রমণ করার অনেক সুযোগ হয়েছিল। এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সময়, কিছু সময়ের জন্য কন্যাকুমারীতে থাকা এবং সেখানে যাওয়া-আসা স্বাভাবিক ভাবেই হত। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত... এটা আমাদের সাধারণ পরিচয় যা প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয়ে গেঁথে আছে। এটি সেই শক্তিপীঠ যেখানে মা শক্তি কন্যাকুমারী হিসাবে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। এই দক্ষিণ প্রান্তে, মা শক্তি তপস্যা করেছিলেন এবং ভগবান শিবের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন যিনি ভারতের উত্তরতম প্রান্তের হিমালয়ের উপর বিরাজমান ছিলেন।

কন্যাকুমারী হল সঙ্গমের সঙ্গমস্থল। আমাদের দেশের পবিত্র নদীগুলি বিভিন্ন সমুদ্রে মিলিত হয় এবং এখানেই সেই সমুদ্রগুলির সঙ্গম ঘটে। আর এখানে আমরা আরেকটি মহান সঙ্গম দেখতে পাচ্ছি-ভারতের আদর্শিক সঙ্গম! এখানে বিবেকানন্দ শিলা স্মৃতিসৌধের পাশাপাশি সন্ত তিরুভল্লুভারের বিশাল প্রতিমা, প্রতিটি জাতির একটি বার্তা রয়েছে, পূরণ করার মত একটি মিশন রয়েছে, পৌঁছানোর জন্য একটি লক্ষ্য রয়েছেউ

হাজার হাজার বছর ধরে ভারত এই ভাবনা নিয়ে একটি অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারত চিন্তা ভাবনার গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে আছে। আমরা যা অর্জন করেছি, তাকে কখনই আমাদের ব্যক্তিগত মূলধন হিসাবে বিবেচনা করিনি এবং এটিকে অর্থনৈতিক বা বস্তুগত মাপকাঠির নিরিখে ওজন করিনি। সেজন্য "ইদং ন মম" ভারতের চরিত্রের একটি সহজাত এবং স্বাভাবিক অংশে পরিণত হয়েছে।

ভারতের কল্যাণে বিশ্বের কল্যাণ, ভারতের অগ্রগতিতে বিশ্বের অগ্রগতি, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এর একটি বড় উদাহরণ। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বথিনো হয়েছিলউ সেই সময় বিশ্বের অনেক দেশ পরাধীন ছিল। ভারতের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সেইসব দেশগুলিও অনুপ্রেরণা পেয়েছে, শক্তি পেয়েছে, স্বাধীনতা পেয়েছে। করোনার কঠিন সময়ের উদাহরণও আমাদের সামনে রয়েছে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল, কিন্তু সুনিশ্চিত করে সামাজিক সমতার মাধ্যম হয়ে উঠছে। গোটা বিশ্ব প্রযুক্তির এই গণতন্ত্রীকরণকে গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে এবং বড় বড় বশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক দেশকে আমাদের মডেল থেকে শেখার পরামর্শ দিচ্ছে।

আজ ভারতের অগ্রগতি এবং ভারতের উন্নতি কেবল ভারতের জন্য একটি বড় সুযোগ নয়। বিশ্বজুড়ে আমাদের সমস্ত সহযাত্রী দেশের জন্যও এটি একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। জি-২০'র সাফল্যের পর থেকে ভারতের এই ভূমিকাকে বিশ্ব আরও জোরালোভাবে স্বীকার করছে। আজ, ভারতকে গ্লোবাল সাউথের একটি শক্তিশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। ভারতের উদ্যোগেই আফ্রিকান ইউনিয়ন জি-২০ গোষ্ঠীর অংশ হয়ে উঠেছে। এটি আফ্রিকার সমস্ত দেশের ভবিষ্যতের জন্য একটি সন্ধিক্ষণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

বন্ধুগণ,

নতুন ভারতের এই রূপ আমাদের গর্ব ও গৌরবে ভরিয়ে দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে ১৪০ কোটি দেশবাসীকে তাঁদের কর্তব্যের প্রতিও সচেতন করে তোলে। এখন একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে, আমাদেরকে আরও বড় দায়িত্ব

সংস্কার সম্পর্কে আমাদের পরম্পরাগত চিন্তাভাবনাও পরিবর্তন করতে হবে। ভারত সংস্কারকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সংস্কারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সংস্কারগুলি ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের সংকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, কোনও দেশের জন্য সংস্কার কখনই বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারে না। এই কারণেই আমি দেশের জন্য রিফর্ম, পারফর্ম আর ট্রান্সফর্ম-এর দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেছি। রিফর্ম হচ্ছে নেতৃত্বের দায়িত্ব। তার ভিত্তিতে, আমাদের আমলাতন্ত্র পারফর্ম-এর কাজ করে এবং তারপর যখন জনগণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন আমরা ট্রান্সফরমেশন ঘটতে দেখি।

ভারতকে উন্নত ভারতে পরিণত করতে হলে আমাদের উৎকর্ষকে মূল ভাবনায় পরিণত করতে হবে। স্পিড, স্কেল, স্কোপ এবং স্ট্যান্ডার্ড--এই চার দিকেই আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। আমাদের উৎপাদনের পাশাপাশি গুণমানের উপর জোর দিতে হবে, জিরো ডিফেক্ট-জিরো ইফেক্ট-এর মন্ত্রটি আমাদেরকে গ্রহণ করতে

ভারতের অসীম ও অমর শক্তির প্রতি আমার বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি গত ১০ বছরে ভারতের এই সম্ভাবনাকে আরও বেশি করে দেখেছি এবং অনুভব করেছি।

যেভাবে আমরা বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ-পঞ্চম দশককে স্বাধীনতার জন্য ব্যবহার করেছি, তেমনই একবিংশ শতাব্দীর এই ২৫ বছরে আমাদেরকে উন্নত ভারতের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশবাসীর সামনে আত্মত্যাগের সময় ছিল। আজ ত্যাগের সময় নয়, অবিরত যোগদানের সময়।

১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, আমাদের পরবর্তী ৫০ বছর কেবল জাতির জন্য উৎসর্গ করতে হবে। তাঁর আহ্বানের মাত্র ৫০ বছর পর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়।

আজ আমাদের কাছে একই ধরনের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আসুন আমরা পরবর্তী ২৫ বছর শুধুমাত্র রাষ্ট্রের জন্য উৎসর্গ করি। আমাদের এই প্রচেষ্টা আগামী প্রজন্মের জন্য এবং আগামী শতাব্দী ধরে নতুন ভারতের শক্তিশালী ভিত্তি হিসাবে অমর হয়ে থাকবে। দেশের শক্তির দিকে তাকিয়ে আমি বলতে পারি যে, লক্ষ্য এখন খুব বেশি দূরে নয়। আসুন দ্রুত এগিয়ে যাই... আসুন একসঙ্গে এগিয়ে যাই এবং ভারতকে উন্নত করি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 June, 2024 ■ আগরতলা ৩ জুন ২০২৪ ইং ■ ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ তিন পাতা

দেশের ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলতে বিশেষ নজর দেবার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। যুব সমাজ আগামী দিনে দেশের এবং রাজ্যের ভবিষ্যৎ। তাদের গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবক মহলকে। রবিবার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর নিজ বিধানসভা বড়দোয়ালী এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করা হয় রবিবার আগরতলা টাউনহলে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা উপস্থিত থেকে ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন এদিন। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুবসমাজ আগামীর ভবিষ্যৎ। তারাই রাজ্য সহ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই তাদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে। শুধু পড়াশোনা নয় খেলাধুলা এবং অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের দিকেও ছাত্র-ছাত্রীদের গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে দেখা যায় তারা দেশে থেকে পড়াশোনা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দেশে পাড়ি দেয়। যার ফলে দেশের উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ে। তাই নিজের দেশের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছু করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই তিনি এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আহ্বান রাখেন তারা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজ্য এবং নিজের দেশের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে। রাজ্যসহ দেশের স্বার্থে পরিষেবা প্রদান করায় যুব সমাজের মূল লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে সরগরম রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের বুথ ফেরত সমীক্ষা। এই নিয়ে দেশে জুড়ে শাসক এবং বিরোধী শিবিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্যেও যথেষ্ট চর্চায় রয়েছে এই বুথ ফেরত সমীক্ষা।

এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা বললেন, আগামী চৌঠা জুন ফলাফল কি হতে চলেছে তার খানিক ঝলক লক্ষ্য করা গেছে বুথ ফেরত সমীক্ষায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিও সরকার ৪০০ পার করবে বলে জানিয়েছিল বিজেপি। সেই ঝলক লক্ষ্য করা গেছে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফলে। বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে আশা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর।

প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন, এক্সিট পোল থেকেই বোঝা যাচ্ছে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল কি হতে চলেছে। ৪০০ পারের যে পরিকল্পনা নিয়ে সাধারণ মানুষ ভোট দান করেছে তা সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

যদিও বিরোধীরা এই বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল মানতে নারাজ। বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, এবারে নির্বাচনে শাসকদলের পরাজয় নিশ্চিত। এদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, সংবাদমাধ্যমের বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপির জয় হচ্ছে। অপরদিকে ইন্ডিয়া জোটের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে যে সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছে সেখানে ইন্ডিয়া জোটের জয় হচ্ছে। তাই সবটাই চৌঠা জুনের অপেক্ষা।

এদিকে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ইন্ডিয়া জোট যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। বুথ ফেরত সমীক্ষায় কি দেখানো হবে তা তিনি আগে থেকেই জানতেন বলে জানালেন।

ভিকি হত্যাকন্ড মামলায়

সরকার পক্ষের আইনজীবীর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে রাকেশ বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। ভিকি হত্যাকাণ্ড মামলার একের পর এক নতুন তথ্য বের হয়ে আসছে। এবারে সরকার পক্ষের আইনজীবী শংকর লোধের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে রাকেশ বর্মন। ভিকি হত্যাকাণ্ডে সরকার পক্ষের আইনজীবী শংকর লোধকে এই মামলা থেকে সরানোর দাবি জানিয়ে আদালতে পিটিশন জমা করেন এই মামলায় অভিযুক্ত রাকেশ বর্মণ।

এ বিষয়ে আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক বলেন ভিকি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল গত ৩০ এপ্রিল। তার আগে গত ১৬ এপ্রিল রাকেশ বর্মন এবং দেবপ্রিয় বর্মনের আইনজীবী হয়ে উচ্চ আদালতে একটি বিল পিটিশন করেছিলেন আইনজীবী সংকর লোধ। তাই এর কিছুদিন পরেই ভিকি হত্যাকাণ্ডে শংকর লোধ কিভাবে সরকার পক্ষে আইনজীবী হয়ে লড়াই করছেন সেই প্রশ্ন তুলে উচ্চ আদালতে পিটিশন জমা করেন গ্রেফতারকৃত অভিযুক্ত রাকেশ বর্মন।

অপরদিকে ভিকি হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত উদ্ধারকৃত পিস্তল উদ্ধার একটি নাটকীয় ঘটনা। এমনই দাবী করেছেন আইনজীবী সম্রাট কর ভৌমিক। তিনি বলেন, এই ঘটনাটি সম্পূর্ণভাবে পুলিশের সাজানো। সেই জন্য ইতিমধ্যেই থানার সিসিটিভি ফুটেজ চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়াও ওই উদ্ধারকৃত পিস্তলটিকে বহিরাজ্যে নিয়ে গিয়ে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। এই মামলায় আদালত ভারসাম্য বজায় রেখে নির্দেশিকা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। আদালত রাজ্যের বাইরে উদ্ধারকৃত পিস্তল এবং গুলিকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ফের ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। ফের ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ তুললেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। এবারে ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে এক সর্বশিক্ষার শিক্ষকের। মৃত শিক্ষকের নাম অধিকর দেবনাথ(৫৩)। ভুল ইনজেকশন এর ফলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এমনই দাবি পরিবারের সদস্যদের। এদিকে রোগী মৃত্যুর সাথে সাথে হাসপাতাল চত্বরে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছুটে আসে পুলিশ।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশী দুর্বৃত্তদের দ্বারা অস্ত্র ও রেডিও সেট ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের দ্বারা অস্ত্র এবং রেডিও সেট ছিনতাইয়ের ঘটনার ঘটেছে সীমান্ত এলাকায়। ১৫০ বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান বিএসএফ কনস্টেবল ভোলে বর্ডার ফাঁড়ি কালামছেরা এলাকায় ইন্দো বাংলাদেশ বর্ডার ফেন্স গেট নং ১৯৬-এ নিজের দায়িত্ব পালন করছিলেন রবিবার দুপুরে।

তখন বাংলাদেশী দুর্বৃত্তদের একটি বড় দল অবৈধভাবে আইবি অতিক্রম করে এবং চিনি পাচারের উদ্দেশ্যে বেড়ার গেটের কাছে জড়ো হয়। এরপর তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং কর্তব্যরত বিএসএফ কনস্টেবলকে উস্কানিমূলক ভাষা ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে উসকানি দেয়। তখন বিএসএফ জওয়ান দুর্বৃত্তদের ছত্রভঙ্গ করতে ও চোরাচালান ঠেকাতে গেট দিয়ে বেড়ার সামনে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশি দুর্বৃত্তরা কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানকে ঘেরাও করে তাকে মারধর করে এবং বাংলাদেশের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা রেডিও সেটসহ তার ব্যক্তিগত অস্ত্রও ছিনিয়ে নেয়। ঘটনাস্থল থেকে বিএসএফ জওয়ান পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে তাকে বাঁশের লাঠি ও লোহার রড দিয়ে মারধর করে ওই দুর্বৃত্তরা। যার ফলে সে গুরুতর আহত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষের সাথে একটি কমান্ড্যান্ট স্তরের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জুন ।। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা এক যুবকের। ঘটনা খোয়াই থানাধীন লালটিলা এলাকায়। কিশান দেব নামে এক যুবক ইঁদুরের বিষ খেয়ে নিজ বাড়িতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

পরবর্তী সময় যুবকের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে পরিবারের লোকজন জানতে পারে যে কিষান বিষ খেয়েছে। তারপর তড়িঘড়ি তাকে খোয়ায় জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং তার চিকিৎসা চলছে খোয়াই জেলা হাসপাতালে।

ঘটনাটি প্রণয় ঘটিত বলে ধারণা এলাকাবাসীর। তবে কিষানের অবস্থা আশঙ্কজনক বলে জানা গেছে।

আবগারি মামলা ঃ ৫ জুন পর্যন্ত জেল হাজত

তিহাড় জেলে আত্মসর্ম্পন কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.)।। দিল্লি আবগারি মামলায় রবিবার বিকেলেই তিহাড় জেলে আত্মসমর্পণ করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরপর এদিনই তাঁকে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় (জেল হেফাজত) হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। জেল থেকেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজির হন কেজরিওয়াল।

কেজরিওয়ালকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানায় ইডি। ইডি-র পক্ষ থেকে বলা হয়, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং যেহেতু বিচার মুলতুবি রয়েছে, আমরা তাঁর বিচার বিভাগীয় হেফাজতের জন্য আবেদন করছি। এরপর অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ৫ জুন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। আদালত এদিন উল্লেখ করেছে, ইডি সম্প্রতি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে চেয়ে একটি আবেদন করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে থাকায় আবেদনটি বিচারাধীন ছিল। রবিবার আত্মসমর্পণের পর আবেদনটি গ্রহণ করেন রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের ডিউটি জজ সঞ্জীব আগরওয়াল। কেজরিওয়ালকে ৫ জুন পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বিচারক।

রবিবার রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল, কনট প্লেসের হনুমন্দিরে পুজো দিয়ে তিহাড় জেলের সেলে ফিরলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

উল্লেখ্য, ভোটের মাঝে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অন্তর্বর্তী জামিন পান তিনি। জেলমুক্ত হয়ে দলের হয়ে ভোটের প্রচার চালান কেজরিওয়াল। অসুস্থতার কথা জানিয়ে অতিরিক্ত ৭ দিন জামিনের আবেদন করেন। যদিও তা গ্রাহ্য হয়নি আদালতে। এর ফলে রবিবারই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো।

সিকিম এসকেএমের দখলে

অরুনাচলে গেরুয়া ঝড়ে তছনছ বিরোধীরা ঃ ৬০ এর মধ্যে ৪৬ বিজেপি

ইটানগর, ২ জুন (হি.স.) ।। ৬০ আসনের অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় ৪৬ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নেতৃত্বাধীন বিজেপি এবার বিগত দিনের রেকর্ড ভঙ্গ করে ইতিহাস রচনা করেছে। দলের ঐতিহাসিক সাফল্যে বিজেপির নেতা-কার্যকর্তা এবং সমর্থকরা লাগামহীন উচ্ছ্বসিত। তৃতীয়বারের মতো রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এদিকে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস এবার মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এনপিপি, পিপিএ, এনসিপি এবং নির্দলীয়রা দু-চারটি করে কয়েকটি আসন পেয়েছেন।

অরুণাচল প্রদেশে বিদায়ী বিজেপি সরকারের সব মন্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠ নেতা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, মুক্তো আসনে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), চৌনা মিন, মামা নাতুং, ওয়াঙ্কি লোয়াং, অ্যালো লিবাং, ওয়াংলিন লোয়াংডং, ইলিং তালং, তেচি কাসো, নিনং এরিং প্রমুখ। প্রসঙ্গত, পেমা খান্ডু সহ বিজেপির দশ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দশটি আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন।

নির্বাচন কমিশন মোট ৬০ আসনের সর্বশেষ খবর দিয়ে জানিয়েছে, বিজেপি ৪৬ আসনে বিজয়ী হয়েছে। এগুলি যথাক্রমে ১ নম্বর লুমলায় সেরিং লামু, ৩ নম্বর মুক্তো আসনে পেমা খান্ডু (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪ নম্বর দিরাং আসনে ফুরপা সেরিং, ৫ নম্বর কলকতাং আসনে তেতেন চম্বে কি, ৭ নম্বর বমডিলায় ডংরু সেংজু (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৯ নম্বর ছায়াংতাজো কেন্দ্রে হেইং ম্যাংফি, ১০ নম্বর সেপ্পা (পূর্ব) আসনে ইলিং তালং, ১১ নম্বর সেপ্পা (পশ্চিম) আসনে মামা নাতুং, ১২ নম্বর পক্কে-কেসাং আসনে বিয়ুরম বাহগে, ১৩ নম্বর ইটানগর আসনে তেচি কাসো (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ১৫ নম্বর সাগলি আসনে রাতু তেচি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ১৭ নম্বর জিরো-হাপোলি কেন্দ্রে হেগে অপ্পা (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ১৮ নম্বর পালিন কেন্দ্রে বালো রাজা, ১৯ নম্বর ন্যাপিন আসনে তাই নিকিও, ২- নম্বর তালি কেন্দ্রে জিক্কে তাকো (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ২১ নম্বর কলোরিয়াং আসনে পানি তারাম, ২২ নম্বর নাচো আসনে নকাপ তালো, ২৩ নম্বর তলিহা আসনে ন্যাতো দুকম (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ২৪ নম্বর দাপোরিজো আসনে তানিয়া সোকি, ২৫ নম্বর রাগা আসনে রটোম তেবিন, ২৬ নম্বর ডাম্পোরিজো কেন্দ্রে রোডে বুই, ২৮ নম্বর লিকবালি (এসটি) আসনে কাদর্গো নাইগ্যোরে, ২৯ নম্বর বসর আসনে ত্যাবি জিনি দির্চো, ৩০ নম্বর আলং (পশ্চিম) আসনে তোপিন আতে, ৩১ নম্বর আলং (পূর্ব) আসনে কেন্টো জিনি, ৩২ নম্বর রামগং কেন্দ্রে তালেম তাবোহ, ৩৩ নম্বর মেচুকা আসনে পাসং দরজি সোনা, ৩৪ নম্বর টুটিং-ইংকিওং কেন্দ্রে অ্যালো লিবাং, ৩৫ নম্বর পঙিন কেন্দ্রে অজিং তাসিং, ৩৬ নম্বর নারিকয়ু (এসটি) আসনে তজির কড়ু,, ৩৭ নম্বর পাসিঘাট (পশ্চিম) আসনে নিনং এরিং, ৪১ নম্বর অনিনি আসনে মপি মিহু, ৪২ নম্বর ডম্বুক আসনে পুণ্য অপুম, ৪৩ নম্বর রয়িং আসনে মুচু মিথি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪৪

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছেলেকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি অসহায় পিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২ জুন ।। নিজের একমাত্র ছেলেকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি জানালেন এক অসহায় বাবা।

জানা গেছে, মেলাঘর তেলকাজলা স্কুল সংলগ্ন এলাকার আশীষ কুমার ভৌমিকের ছেলে কৃষাণ ভৌমিক এক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। কৃষাণ ভৌমিক মেলাঘর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। গত তিন মাস আগে কৃষাণ ভৌমিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে আসার পর হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। পরে তার পরিবারের লোকজন তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করায়। কিন্তু সেখানেও তার ভালো চিকিৎসা হচ্ছিল না পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে প্রথমে গোহাটি এবং পরে নেওয়া হয় ব্যাঙ্গালোরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

একদিকে তার চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেছে অন্যদিকে সে কথাও বলতে পারছেনা। এই অবস্থায় তার বাবা আশীষ কুমার ভৌমিক ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায়। আশীষ কুমার সাহা জানিয়েছেন উনার যা অর্থ ছিল ছেলের চিকিৎসার জন্য সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তারপরেও ছেলের সুস্থ হয়নি। বর্তমানে আশীষ কুমার সাহা নিঃস্ব এবং অসহায় হয়ে পড়েছেন। ছেলের জীবন বাঁচাতে এবং ছেলের চিকিৎসার জন্য আশীষ কুমার ভৌমিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন সরকার যেন উনার ছেলের জীবন বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

CMYK

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রোজের অন্য ৩ অভ্যাসে ক্ষতি হচ্ছে চোখের

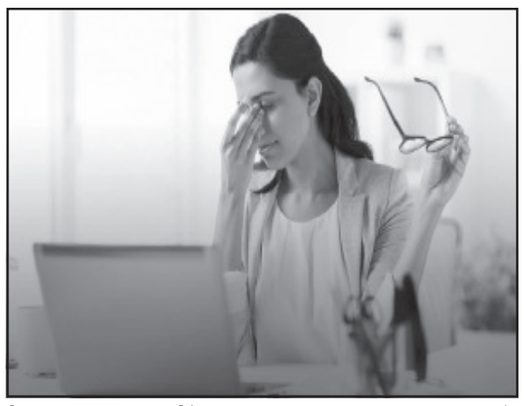

দিনের সিংহভাগ সময় চোখ থাকে ল্যাপটপ, মোবাইলের পর্দায়। অফিসের কাজ থেকে কেনাকাটা সব কিছুই প্রায় অনলাইন নির্ভর। ফলে একটানা যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে চোখের উপর চাপ পড়ে। সেখান থেকেই চোখ জ্বালা করা, চোখ থেকে অনবরত জল পড়া, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার মতো নানা সমস্যার সূত্রপাত।

যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার ছাড়াও, এমন অনেক কাজ অজান্তেই হয়ে যায়, যা চোখের ক্ষতি করে। কোন অভ্যাসগুলি বর্জন করলে চোখের ক্ষতি এড়ানো যাবে?

১) মুখ ধোয়ার জন্য অনেকেই গরম জল ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের ধারণা, গরম জল ব্যবহার করলে বোধ হয় বেশি মাত্রায় পরিচ্ছন্ন থাকা যায়। গরম জল না মিশিয়ে মুখ ধুতেই সমস্যা হয় অনেকের। কিন্তু চোখের চিকিৎসকদের মতে, এই অভ্যাস কিন্তু আদতে চোখের ক্ষতিই করে। সাধারণ তাপমাত্রায় রাখা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।

২) মনের ভুলে অনেক সময় চোখে অস্বস্তি হলেই আমরা হাত দিয়ে চোখ রগড়ে ফেলি। হাত যদি অপরিষ্কার থাকে, সে ক্ষেত্রে চোখে সংক্রমণ হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না। তাই চোখে কোনও অস্বস্তি হলেও চোখে হাত দেওয়া যাবে না। ৩) অনেকেই নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকেন। চোখে কৃত্রিম পলকের আঠা ব্যবহার বা পলক প্রতিস্থাপন করলেও সমস্যা হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, এই সব প্রসাধনী ব্যবহার করলেও তা বেশি ক্ষণ চোখে রাখা ঠিক নয়। চোখ থেকে যেন ভাল ভাবে মেকআপ তোলা হয়, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

২৫ শতাংশ ভারতীয় স্থূলত্বের শিকার

স্থূলত্বের সমস্যা বেড়েই চলেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর সমীক্ষা বলছে, প্রায় ২৫ শতাংশ ভারতীয় স্থূলত্ব বা বাড়তি ওজনের সমস্যায় ভুগছেন। এর কারণ হিসাবে আইসিএমআর জানাচ্ছে, বর্তমান জীবনযাপনে অসংযম, শরীরচর্চার অভাব এবং সঠিক ভাবে ডায়েট মেনে না চলা। এখনকার ব্যস্ত জীবনে, বেশির ভাগই সুষম আহারে অভ্যস্ত নন।

তা ছাড়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় বসে কাজ, শরীর নড়াচড়াই হয় না বলতে গেলে। এই সবই স্থূলত্বের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে।

কোনও ব্যক্তির স্থূলতা আছে কি না, তা তাঁর বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) দেখে নির্ধারণ করা হয়। কারও বিএমআই যদি ৩০-এর বেশি হয়, তা হলে তাঁর স্থূলত্ব আছে। বিএমআই ২৫ থেকে ২৯.৯-এর মধ্যে থাকলে এক জন ব্যক্তির ওজন বেশি বলে ধরে নেওয়া হয়।

আইসিএমআর জানাচ্ছে, শুধু শহরাঞ্চল নয়, গ্রামের দিকেও মানুষজনের স্থূলত্ব বাড়ছে। পরিশ্রমবিমুখতা, জীবনযাত্রায় অসংযমই এর কারণ। আগে মানুষজন শারীরিক পরিশ্রম করতেন বেশি, এখন তা খুবই কম হয়। কায়িক পরিশ্রম কম হওয়ায় মেদের আধিক্য বাড়ছে। তা ছাড়া খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, নেশার প্রকোপ তো রয়েছেই।

স্থূলত্ব কমাতে কী কী নিয়ম মানতে বলছে আইসিএমআর?

কী ভাবে ওজন কমাবেন

আইসিএমআরের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একবারে বেশি ওজন ঝরাতে গেলে অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ওজন কমান ধীরে ধীরে, নিয়ম মেনে। চেষ্টা করতে হবে প্রতি সপ্তাহে যেন অন্তত ৫০০ গ্রাম করে ওজন কমে। ধীর গতিতে মেদ ঝরলে আমাদের শরীরও তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যদি ঝপ করে একবারে বেশি ওজন কমাতে যান, তা হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। অপুষ্টিজনিত রোগও দেখা দিতে পারে।

দিনে কতটা ক্যালোরি জরুরি

প্রতিদিনের ডায়েটে অন্তত ১০০০ কিলোক্যালোরি রাখতেই হবে। সে জন্য পরিমিত কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন খেতে হবে। শরীরচর্চা যদি বেশি হয়, তা হলে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন মাপ মতো বুঝে খেতে হবে। কম খেলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। উচ্চতা, ওজন, জীবনযাপনের ধরন, কী ধরনের শরীরচর্চা করছেন, তার উপর নির্ভর করবে সুষম ডায়েট কেমন হবে। সেটা চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদের কাছ থেকে জেনে নেওয়াই ভাল।

সবুজ শাকসব্জি খেতে হবে বেশি করে

আইসিএমআরের পরামর্শ, সবুজ শাকসব্জি বেশি করে খান। ভাজাভুজি, তেলমশলাদার খাবার, নরম পানীয়, চকোলেট, আইসক্রিম, যে কোনও মিষ্টি জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।

রান্নার ধরন বুঝুন

কম মশলা দিয়ে তৈরি হালকা খাবার, সিদ্ধ, গ্রিল করা খাবারই বেশি খেতে হবে। রান্নায় যতটা কম তেল দেওয়া যায়, ততই ভাল। বেশি নুন ও চিনি খাওয়া কমাতে হবে।

প্যাকেটে লেখা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলবেন না

প্রচুর খাবারের প্যাকেটের গায়ে এখন লেখা থাকে, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে এগুলি খেলে। কিন্তু এই কথাটা আদৌ ঠিক নয়। "নো সুগার অ্যাডেড" দেখে হয়তো ভাবছেন এগুলি খেলে ডায়াবিটিস হবে না। আসলে তা নয়। যে কোনও প্যাকেটজাত খাবার কেনার আগে ভাল করে খুঁটিয়ে প্যাকেটে কী লেখা আছে পড়ে নিন। দরকার হলে চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে তবেই কিনুন।

গরমে আম, লিচু, কাঁঠাল ছেড়ে হঠাৎ কিউয়ি ফল কেন

গরম মানেই তো আম, কাঁঠাল, লিচুর ছড়াছড়ি। ঘেমেনেয়ে বাজার করতে যত কষ্টই হোক, ফেরার পথে ফল বিক্রেতার থেকে বেছে বেছে বেশ খানিকটা আম, লিচু কিংবা কাঁঠালের কোয়া না কিনলে মন ভরে না। মিষ্টি ফল বেশি খেলে রক্তে শর্করা আবার চোখ রাঙাবে। সে চিন্তাও আছে। পাড়ার এক ফল বিক্রেতার শ্যামল বলছিল, "ফল খেতেও যদি ভয় পেতে হয় তা হলে মানুষ খাবেটা কী?

তবে, সে দিক থেকে কিউয়ি না কি নিরাপদ। তাই টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফলের চাহিদা বেড়েছে।"

পাহাড়ে এই ফলের বিশেষ নামডাক না থালেও সমতলে তার বেশ সুনাম রয়েছে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ভিটামিন এ, সি, বি ৬, বি ১২, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং আয়রনের মতো খনিজ রয়েছে এই ফলে।

নিয়মিত কিউয়ি খেলে শরীরের কোন কোন উপকারে লাগে?

১) চোখের জন্য খুব ভাল কিউয়ি। টক-মিষ্টি স্বাদের এই ফল চোখের স্নায়ুজনিত সমস্যা রুখে দিতে পারে।

২) যাঁদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল তাঁরাও নিয়মিত কিউয়ি খেতে পারেন। বর্ষায় সংক্রমণজনিত নানা ধরনের রোগের সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করবে এই ফল।

৩) কিউয়িতে পটাশিয়াম এবং ফাইবারের পরিমাণ বেশি। তাই এই ফল নিয়মিত খেলে হার্ট ভাল থাকে।

৪) কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন? রোজ দু-চার টুকরো কিউয়ি খেতে শুরু করুন।

৫) দীর্ঘ দিন ধরে ডায়াবিটিসের সঙ্গে ঘর করছেন? ডায়েটে রাখুন কিউয়ি। রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই ফলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ভেজা চুলে যা করলে ক্ষতি হয়

ভেজা চুল বাঁধা বা আচঁড়ানোর কারণে চুল পড়ে যেতে পারে। অফিস যাওয়ার তাড়া কিংবা দ্রুত কোথাও যেতে হবে এরকম পরিস্থিতিতে গোছল করে চুল আঁচড়িয়ে বেরিয়ে যান অনেকে।

ভেজা অবস্থায় চুল বাঁধা বা আঁচড়ানোর ফলে হয়ে যায় জটপ্রবণ ও রুক্ষ। পাশাপাশি চুলের গোড়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত।

ফেমিনা ডটইন'য়ে চুল ভালো রাখতে ভেজা অবস্থায় যে ভুলগুলো এড়িয়ে চলা উচিত সে বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

ভেজা চুল আচঁড়ানো: ভেজা অবস্থায় চুল সবচেয়ে দুর্বল থাকে। আর এই সময়ে চুল আঁচড়ালে এর ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়াও ভেজা চুল আচঁড়ালে তা আগা ফাটা, ফুলে থাকা ও রুক্ষভাব সৃষ্টী করে।

তাই চুল সম্পূর্ণ শুকানোর পরে তা আচঁড়ানো উচিত।

ভেজা চুলে তাপ প্রয়োগ: 'স্টাইলিং টুলস' যেগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা এমনিতেই ভালো না। আর ভেজা চুলে এসব তাপীয় যন্ত্রের মাধ্যমে তাপ প্রয়োগ করা আরও ক্ষতিকর।

ভেজা চুল তাপ বেশি শোষণ করে এবং 'পোড়া'ভাবের সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় না বরং শুকিয়ে আসলে এগুলো ব্যবহার করা উচিত।

ভেজা চুলে ঘুমানো: চুল ভেজা অবস্থায় ঘুমানো চুলের ক্ষতির অন্যতম কারণ। এতে চুল ভেঙে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণ বাতাসে চুল শুকানো সবচেয়ে ভালো। তবে ঘুমানোর আগে গোসল করা হলে 'ব্লো ড্রায়ার'য়ের সাহায্যে চুল শুকিয়ে নেওয়ায়া প্রয়োজন।

ভেজা চুল জোরে তোয়ালে দিয়ে মোছা: ভেজা অবস্থায় চুল জোরে মোছা ঠিক নয়, এতে আগা ফাটা ও চুলের ফলিকল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই ভেজা চুল মসৃণ তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে প্রথমে পানি মুছে নিতে হবে। পরে তা বাতাসে শুকানো উচিত।

ভেজা চুল বাঁধা: ভেজা চুলের গোড়া দুর্বল থাকে বলে তা বাঁধা ঠিক নয়। এই সময় চুল বাঁধা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। তাই ভেজা অবস্থায় চুলে ঝুঁটি, বেণি বা অন্য কোনো স্টাইল করা ঠিকনয়।

পায়ের যত্নে ভিনিগার

পায়ে দুর্গন্ধ হয়! তবে ব্যবহার করতে পারেন ভিনিগার। ভিনিগার গোলানো পানিতে পা ভিজিয়ে রেখে নানান সমস্যা দূর করা যায়। টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে পায়ের যত্নে 'ভিনিগার' ব্যবহারের প্রচলিত ও কার্যকর কিছু পন্থা এখানে দেওয়া হল।

একজিমা কমায়: পায়ের সাধারণ ফাঙ্গাসের মধ্যে একজিমা একটি এবং এটা পায়ের তালু ও গোড়ালিতে বেশি দেখা যায়। খালি পায়ে হাঁটা, সুমিং পুলে নামা ইত্যাদি নানান কারণে এই সংক্রমণ দেখা যায়। এর ফলে পায়ের শুষ্কতা, চুলকানি, প্রদাহ ও ফোস্কা দেখা দেয়।

ভিনিগারের ফাঙ্গাস বিরোধী উপাদান। কড়া ঘ্রাণ ও সংক্রমণ কমাতে সহায়তা করে।

পা নিয়মিত ভিনিগারের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে এক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

পায়ের দুর্গন্ধময় ঘাম: পা ও জুতায় ঘাম ও ব্যাক্টেরিয়ার কারণে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ভিনিগার ফাঙ্গাস ও ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে পা ভিনিগারের পানিতে ডুবিয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত ব্যবহারের এই সমস্যা দ্রুত দূর হয়। অনেকেই ভিনিগারের গন্ধ পছন্দ করেন না। তাই ভিনিগার ব্যবহারের পরে তা ভালো মতো ধুয়ে নিতে হবে।

পায়ের শুষ্কতা ও পা ফাটার সমস্যা: ভিনিগার পায়ের শুষ্কতা কমায়। এতে পা ফাটার ব্যথা ও অস্বস্তি দূর হয়। এর অম্লতা পায়ের শুষ্কতা কমায় এবং আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে পা কোমল ও মসৃণ হয়।

পায়ের জন্য ভিনিগার বাথ

পায়ের আরামের জন্য ভিনিগার বাথ বেশ জনপ্রিয়।

বড় এক গ্লাস পরিমাণ ভিনিগার পাত্রে ঢেলে বা দুই গ্লাস ভিনিগার এক বালতি পানিতে ঢেলে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে।

১০ থেকে ২০ মিনিট পা ডুবিয়ে রেখে শুকানোর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এতে আরাম পাওয়া যাবে।

প্রতিদিন ব্যবহারে পায়ের নানাবিধ সমস্যা দূর হয়।

পেশিবহুল অ্যাবস মেয়েরাও পেতে পারেন

শরীরচর্চা মানেই গতে বাঁধা কয়েকটি আসন নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিট থাকার বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন নতুনত্ব আসছে, তেমন ধারণাও বদলাচ্ছে। কেউ করছেন যোগাসন, কেউ শুধু কার্ডিয়ো, আবার কেউ সাঁতারে ভর করে খুঁজে নিচ্ছেন ফিট থাকার মন্ত্র। সাধারণ মানুষ তো বটেই, অভিনেতারাও বাদ যাচ্ছেন না সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে।

কিছু দিন আগেই বলিউডের তরুণ অভিনেত্রী সারা আলি খান তাঁর ইনস্টাগ্রামের ভিডিয়োয় বলেছিলেন, মেদ ঝরানোর পর তিনি অ্যাবসের দিকে নজর দিতে চান। পছন্দের অ্যাবস পেতে সারার ভরসা সেই পিলাটেজ।

অভিনয় জগতে পা রাখার আগে সারার চেহারা বেশ ভারী ছিল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা রকম ভাবে শরীরচর্চা করে তিনি একেবারে নায়িকাসুলভ গঠন পেয়েছেন। তবে শুধু সারা নয়, মালাইকা, ক্যাটরিনার মতো অভিনেত্রীরাও নিয়মিত পিলাটেজ অভ্যাস করেন। তবে, সারার প্রশিক্ষক নম্রতা পুরোহিত বলছেন, ছিপছিপে অ্যাবসের জন্য সারা এখন পিলাটেজের বিশেষ একটি ভঙ্গি অভ্যাস করছেন। সেটি হল "স্টার পোজ"।

"স্টার পোজ" কী ভাবে অভ্যাস করবেন?

১) মাটিতেও এই ব্যায়াম করা যায়। তবে, সবচেয়ে ভাল হয় শক্তপোক্ত কোনও রেলিং ধরে এই ভঙ্গি অভ্যাস করতে পারলে। যে কোনও একটি হাতে প্রথমে শক্ত করে রেলিং ধরে নিন। ম্যাটের উপর করতে হলে প্রথমে যে কোনও এক পাশ ফিরে শুয়ে পড়ুন। ২) এ বার হাতের উপরে ভর দিয়ে পুরো শরীরটাকে মাটি থেকে তুলুন। যে পাশ ফিরে আছেন, সেই পায়ের পাতাতেও খানিকটা ভার নিতে হবে। অনেকটা "সাইড প্লাঙ্ক" করার মতোই। ৩) এই ভঙ্গিতে দেহের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারলে এ বার ধীরে ধীরে অন্য বাহু এবং পা ছড়িয়ে দিন। দেখতে অনেকটা তারা বা "স্টার" চিহ্নের মতো লাগবে।

এই ব্যায়াম করলে কী উপকার হয়?

১) মেয়েদের তলপেট, কোমর, পিঠ এবং নিতম্বে মেদ জমার প্রবণতা বেশি। এই ব্যায়ামটি নিয়মিত অভ্যাস করলে পেটের পেশি মজবুত হয়। পেট, কোমর সংলগ্ন অঞ্চলের বাড়তি মেদ ঝরানো সহজ হয়। ২) "স্টার পোজ" নিয়মিত অভ্যাস করলে দেহের ব্যালান্স বা ভারসাম্য রাখাও সহজ হয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সমন্বয় রাখতে সহায়তা করে এই ব্যায়ামটি। ৩) একটানা পেট মুড়ে চেয়ারে বসে কাজ করলে কোমর এবং কাঁধের উপর চাপ পড়ে। এই ব্যায়ামটি অভ্যাস করলে দেহের এই দু'টি অংশের অস্থিসন্ধি সংলগ্ন পেশিগুলিও মজবুত হয়। আঘাত লাগার আশঙ্কা কমে।

আরশোলার কীটনাশক ব্যবহার না করে কী ভাবে তাড়াবেন?

হেঁশেলে গিয়ে মাসকাবারি জিনিসের কৌটো সরাতেই, কোথা থেকে একটা আরশোলা বেরিয়ে এল। রান্নাঘরে অনেকেরই আরশোলার সঙ্গে মোলাকাত হয়েই থাকে। আরশোলার উপদ্রব বারোমাসের। তবে বর্ষায় যেন ওরা বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। কোনও কিছুকেই ভয় পায় না। তা ছাড়া কীটনাশক দিলেও আরশোলার মৃতদেহ খুঁজে বার করা আর এক ঝক্কি।

তার চেয়ে অন্য উপায় বার করতে হবে। এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে আরশোলা হেঁশেলের চৌকাঠ পেরোতে না পারে। কী করবেন?

হেঁশেল পরিষ্কার রাখুন

নোংরা জায়গা হল আরশোলার আঁতুরঘর। তাই হেঁশেলে কোনও নোংরা জমিয়ে রাখবেন না। ময়লা রাখার বালতি যেন আলগা না থাকে। ঢাকনা না থাকলে কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখুন। রান্না করার পর হেঁশেল পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি। সব্জির খোসা, মাছের আঁশ, মাংসের রক্ত যেন হেঁশেলে না থাকে। হেঁশেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে আরশোলা ঝামেলা করবে না। খাবার বাইরে রাখবেন না

খাবারের খোঁজেই রান্নাঘরে কীটপতঙ্গরা ঘোরাফেরা করে। তাই শুকনো হোক কিংবা রান্না করা খাবার, কখনও আলগা অবস্থায় রাখবেন না। সব সময় ঢেকে রাখার চেষ্টা করুন। সব্জি, ফলও বাইরে রেখে দেবেন না। ফ্রিজে রাখতে না চাইলে অন্য কোনও পাত্রে রাখতে পারেন।

গুছিয়ে রাখুন

রান্নাঘর শুধু পরিষ্কার রাখলেই হবে না, জিনিসপত্রও গুছিয়ে রাখতে হবে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখলে আরশোলার আনাগোনা বাড়তে পারে। ব্যবহার করা হয়ে গেলে কৌটো, বাসন এবং বাকি জিনিসপত্র নির্দিষ্ট স্থানে রাখুন। যত্রতত্র ফেলে রাখলে আরশোলা ছাড়া অন্যান্য কীট পতঙ্গের উপদ্রবও বাড়তে পারে।

ঘরোয়া টোটকা

আরশোলা তাড়াতে যে সব সময় কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে, তার কোনও মানে নেই। ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়েও আরশোলা বিদায় করা যায়। যেমন, তেজপাতার গন্ধে আরশোলা পালাবে। আবার কিছু এসেনশিয়াল অয়েলও মোক্ষম অস্ত্র হতে পারে। টি ট্রি অয়েল, পেপারমিন্ট অয়েল রান্নাঘরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিলে আরশোলা আসতে পারবে না।

কিছু নিরামিষ রান্না চটজলদি হয়

রান্না করা বেশ সময়সাপেক্ষ বিষয়। দীর্ঘ দিন ধরে যাঁরা হেঁশেল সামলাচ্ছেন, এ কথা স্বীকার করে নেবেন নির্ধিদায়। আমিষ হোক নিরামিষ, এক মাত্র ম্যা গি ছাড়া সব রান্না করতেই সময় ব্যেয় হয়। তবে কিছু নিরামিষ রান্না আছে যেগুলি চটজলদি রেঁধে ফেলা যায়। হাতে আধঘণ্টা থাকলেই ভিন্ন স্বাদের নিরামিষ খাবার বানিয়ে নিতে পারেন। রইল তেমন কয়েকটি পদের খোঁজ।

মটর পনির রুটি, পরোটার সঙ্গে মটর পনিরের জুড়ির জবাব নেই। ফ্রিজে পনির থাকলে অন্য, আর কোনও কিছু না ভেবে এটা বানিয়ে নিতে পারেন। টম্যাইটো এবং অন্যারন্যশ মশলা কষিয়ে জল ঢেলে খানিক ক্ষণ ফুটিয়ে আগে থেকে ভেজে রাখা পনির আর মটরশুঁটি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিলেই তৈরি মটর পনির।

বেগুন ভর্তা ভর্তা বাঙালির প্রিয় পদগুলির মধ্যেয একটা। নিরামিষের দিনে বেগুন দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন। খেতে বসার কিছু ক্ষণ বানাতে শুরু করলেও চলবে। এতটাই কম সময় লাগে এটা বানাতে। বেগুন পুড়িয়ে নুন, সর্ষের তেল, কাঁচালঙ্কা, টম্যানটো দিয়ে মেখে নিলেই তৈরি ভর্তা। ঢ্যা ড়শ ভুজিয়া আলু ভুজিয়া তো প্রায় খাওয়া হয়। ঢ্যাঁ ড়শ দিয়েও ভুজিয়া বানালে মন্দ খেতে লাগবে না। চৌকো করে ঢ্যা ড়শ কেটে কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে কাঁচালঙ্কা কুচি, জিরে, শুকনো লঙ্কা দিয়ে ভাল করে ভেজে নিলেই তৈরি। ভেজ পোলাও ভাগে ভাগে রাঁধতে না চাইলে একবারে ভেজ পোলাও বানিয়ে নিতে পারেন। আগে থেকে ভেজানো বাসমতি চাল, গাজর, বিনস, ক্যা পসিকাম, মটরশুঁটি একসঙ্গে প্রেশারকুকারে বসিয়ে হালকা দমে রেখে দিন। কিছু ক্ষণেই তৈরি পোলাও।

বেসন চিলা তাড়াহুড়ো সকালের জলখাবারে এই খাবারটি বানিয়ে নিতে পারেন। বিশেষ উপকরণের দরকার নেই। ঘন করে বেসনগুলে তার মধ্যে এক চিমটে নুন, হলুদ, দই দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে কড়াইয়ে গোল করে বানিয়ে নিলেই তৈরি চিলা।

বাংলাদেশ সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে : স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী

মনির হোসেন,ঢাকা, ০২ জুন।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার সাংবাদিকদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন,বর্তমান সরকারের সময়ে সংবাদপত্রের পথচলা সহজ হয়েছে। এই সরকার প্রচুর সংখ্যক অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে অনুমোদন দিয়েছে। সরকার সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের প্রসারের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছেন।

তিনি রবিবার রাজধানী ঢাকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ”৪র্থ জাতীয় সম্মেলন” এ নারী পুরুষের সমতা অর্জনে কলম হোক হাতিয়ার প্রতিপাদ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র এর সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পারভীন সুলতানা ঝুমা। অনুষ্ঠানে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ সম্পাদক আক্তার জাহান মালিক। স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী ক্ষমতায়নের রোল মডেল। তিনি নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীদের সহযোগিতা দান, ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রেরণের মাধ্যমে নারীর সার্বিক অবস্থা উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন। স্পীকার বলেন, বিশ্বায়নের যুগে তথ্য প্রবাহ ও তথ্য প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষিত করা সময়ের দাবি। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার মত চ্যালেঞ্জিং পেশায় নারীরা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। স্পীকার বলেন, বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের দীর্ঘ ২৪ বছরের পথচলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক অনন্য অর্জন। তিনি বলেন, নারী সাংবাদিকদের পেশাগত ঝুঁকি নিরসনে সংগঠনটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করা, ফেক নিউজ চিহ্নিত করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র সহযোগিতা করতে পারে।

এসময় স্পীকারকে নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সংগঠনের ২৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়। তিনি এসময় আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে একটি গ্রুপ ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দ, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী, দেশবরেণ্য সাংবাদিকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণনায় বিঘ্ন ঘটাতে বহুদূর যেতে পারে তৃণমূল, বিস্ফোরক শুভেন্দু

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.): রবিবার সকালে শুভেন্দু অধিকারী টুইট করে উস্কে দিলেন ভোট-হিংসা প্রসঙ্গ। দাবি করলেন, পুলিশি সন্ত্রাসের। শুভেন্দু তাঁর এক্স হ্যান্ডেল থেকে রবিবার অভিযোগ করে লেখেন, আমি একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে, শ্রী অবভারু রবীন্দ্রনাথ (আইপিএস), ডিআইজি (নিরাপত্তা), ডিরেক্টরেট অফ সিকিউরিটি, গতকাল কলকাতা অফিসে বৈঠক করে নির্দেশ দেন যে একজন করে অফিসার এবং দু""'জন করে কনস্টেবল সিভিল ড্রেসে প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন।

এর পরে শুভেন্দু আরও সরাসরি অভিযোগ তুলে লেখেন, মিস্টার রবীন্দ্রনাথ আমি জানি আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন এবং তাঁর নির্দেশেই গতকাল সন্দেশখালিতে উপস্থিত ছিলেন ভোট প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাতে। এর পাশাপাশিই শুভেন্দু উল্লেখ করেন, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, গণনার দিন রাজ্য পুলিশ প্রথম নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে যেতে পারবে না। সেটা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন শুভেন্দু।

এছাড়াও বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, ভোটগণনা প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে তৃণমূল বহু দূর যেতে পারে, তাই সতর্ক থাকতে হবে এবং গণনা কেন্দ্রের সমস্ত প্রোটোকল নিশ্চিত করতে হবে।

হোসে মরিনহোকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ করল তুর্কি ক্লাব ফেনারবাচে

ইস্তাম্বুল, ২ জুন (হি.স.): রবিবার রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন কোচ হোসে মরিনহোকে তুর্কি ক্লাব ফেনারবাচেকে নতুন কোচ হিসাবে নিয়োগ করল।কেরিয়ারে ট্রফি এবং মাঠের বাইরে নানান বিতর্কে ভরা এই পর্তুগিজ চেলসি, পোর্তো, ইন্টার মিলান, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, টটেনহ্যাম এবং রোমাকে কোচ করেছেন।

আগামীকাল সোমবার মরিনহো ইস্তাম্বুল ক্লাবের দায়িত্ব নেবেন। শনিবার রাতে তিনি একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করেছিলেন, যেখানে তিনি ভক্তদের বলেছিলেন যে তিনি 'সোমবার কাদিকোয়ে আপনার সাথে দেখা করব এবং আসুন একসাথে আমাদের যাত্রা শুরু করি।'

মুর্শিদাবাদে ফের উদ্ধার বোমা, চাঞ্চল্য ছড়াল রানিনগরে

মুর্শিদাবাদ, ২ জুন (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের ভোটপর্ব মিটেছে, এই পরিস্থিতিতে মুর্শিদাবাদে ফের উদ্ধার বোমা। ব্যাগ ভর্তি তাজা সকেট বোমা উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রানিনগরে। মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার পানিপিয়া পুরাতনপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় উদ্ধার হয় এই বোমা। পুলিশ বোমাগুলি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ১২টা নাগাদ গোপন সূত্রের ভিত্তিতে রানিনগর থানার পুলিশ আব্দুর রাজ্জাক নামের এক ব্যক্তির বাড়ির পিছনে তল্লাশি চালায়। ঘাসের জমি থেকে ব্যাগ ভর্তি বোমা উদ্ধার করা হয়। তবে ওই বাড়ির মালিক জানান কে বা কারা রাতের অন্ধকারে বোমা গুলো রেখেছে তা তাঁর জানা নেই।

করিমগঞ্জ সীমান্তে বন্যাকবলিত গ্রামে বিএসএফ-এর স্বাস্থ্য শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ২ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জে বন্যার কবল থেকে আপাতত কিছুটা রেহাই পাওয়া গেছে। লঙ্গাই, সিংলা নদী এ মুহূর্তে বিপদসীমার নীচে। ঘরবাড়ি থেকে বন্যার জল নেমে গেলেও চরম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে করিমগঞ্জের সীমান্ত এলাকায়। বন্যাকবলিত গ্রামগুলোতে জলবাহিত রোগ দেখে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বানভাসি অনেক শিশু জ্বর ও ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। যার ফলে সীমান্তবাসীর মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে বিএসএফ-এর ১৬ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে।

আজ রবিবার স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় জলমগ্ন কাঁটাতারের বাইরে বিদ্যমান উত্তর লাফাশাইল গ্রামে। সেখানে অবস্থানরত ৬৬টি পরিবারের মধ্যে ২০০—এর বেশি বাসিন্দা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে পরিষেবা গ্রহণ করেন। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধও প্রদান করা হয়েছে শিবিরে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন বিএসএফ-এর চিকিৎসক অ্যাসিস্টেন্ট কমাডেন্ট ডা. দিব্যা। উপস্থিত ছিলেন ১৬ নম্বর ব্যাটালিয়নেৰ সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অরুণ কুমার, লক্ষ্মীবাজার বিওপি কোম্পানি কমান্ডার অনিল কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

বিএসএফ—এর কমান্ডেন্ট সঞ্জয় কুমার জানান, বন্যার কবলে পড়েছে সীমান্তের বেশ কয়েকটি গ্রাম। গ্রামের বাড়িঘরে বন্যার জল ঢোকায় চরম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে। বন্যাকবলিত গ্রামগুলোতে জলবাহিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেই সঙ্গে বানভাসি অনেক শিশু জ্বর ও ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিএসএফ-এর তরফ থেকে স্বাস্থ্য শিবির ও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করার কার্য্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। রবিবার থেকে এই কার্য্যসূচি শুরু হয়েছে।পর্য্যায়ক্রমে প্রতিটি সীমান্তবর্তী গ্রামে বিএসএফ-এর স্বাস্থ্য শিবির চলবে।

নদিয়ার কালীগঞ্জে যুবককে গুলি করে কুপিয়ে খুন, ধৃত এক দুষ্কৃতী

নদিয়া, ২ জুন (হি.স.): নদিয়া জেলার কালীগঞ্জে খুন হলেন এক যুবক। গুলি করে, এরপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে কোপানো হয় ওই যুবককে। নিহত যুবকের নাম - হাফিজুর শেখ (৩৫)। তাঁর বাড়ি কালীগঞ্জের পচা চাঁদপুরের রেললাইন পাড়ায়। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ির কাছেই তাঁকে খুন করা হয়। খুনের পর পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে অনেক রাত পর্য্যন্ত দেহ আটকে রাখেন নিহতের আত্মীয়-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম নাসিম শেখ। রবিবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, দুষ্কৃতীদের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জেরেই এই খুন। যদিও বিজেপি তা মানতে চায়নি। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ বলেন, “অভিযোগ পেতে অনেক দেরি হয়েছে। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুই দুষ্কৃতী দলের পুরনো শত্রুতার জেরেই খুন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে হচ্ছে। খুনের ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির যোগসূত্র নেই।”

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে জাতীয় সড়কের ধারে ক্যারম খেলছিল হাফিজুল। অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী এসে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। অভিযোগ হাফিজুল ছুটে পালাতে গেলে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ও মৃত্যু নিশ্চিত করতে কোপানো হয় বলেও অভিযোগ। এরপরই ‘পুলিশ নিষ্ক্রিয়’-এই অভিযোগ তুলে রাত পর্যন্ত দেহ আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাংলায় ৩০টি আসন জেতার লক্ষ্য বিজেপির : অর্জুন রাম মেঘওয়াল

বিকানের, ২ জুন (হি.স.): বুথ ফেরত সমীক্ষায় ফের আভাস পাওয়া গিয়েছে তাতে খুশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। একইসঙ্গে তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, বাংলায় ৩০টি আসন জেতার লক্ষ্য বিজেপির। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'বিজেপির লক্ষ্য হল, বাংলায় ৩০টি আসন জেতার। এক্সিট পোল বাংলায় ২৫-৩০টি আসন জয়ের প্রবণতা দেখাচ্ছে।' রাজস্থানের বিকানের লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী মেঘওয়াল এদিন আরও বলেছেন, 'দেশবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক্সিট পোল একই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমি মনে করি, ৪ জুন যে ফলাফল আসবে তা হুবহু এক্সিট পোলের মতোই হবে। রাজস্থানেও ফল ভালো হবে।'

ডায়মন্ডহারবার, মথুরাপুরে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে কমিশনে বিজেপি

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.): সপ্তম দফার লোকসভা ভোট শেষের পরেও মিটছে না উত্তেজনা। এবার ডায়মন্ডহারবার এবং মথুরাপুর কেন্দ্রের কয়েকশো বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি। জানা গেছে, এই দাবি জানিয়ে চিঠি পাঠানো হচ্ছে কমিশনে।

বিজেপির দাবি, এই দুই কেন্দ্রের কয়েকশো বুথে স্বচ্ছ ভাবে ভোটগ্রহণ হয়নি। অভিযোগ, ভুয়ো ভোট পড়েছে অনেক বুথে। কোনও কোনও বুথে সিসিটিভি ক্যামেরায় কারচুপি হয়েছে। অনেক বুথে অবাধে ছাপ্পা ভোট পড়েছে। ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ফলতার সব বুথ, বজবজ, মহেশতলা বিধানসভা এলাকারও বহু বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলা হয়েছে। কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়েছে মথুরাপুর কেন্দ্রের সাগরের একাধিক বুথেও।

এই নিয়ে টানা ছ’বার হারের রেকর্ড, ফের নির্বাচনে হারলেন বাইচুং ভুটিয়া

গ্যাংটক, ২ জুন (হি.স.): ফের নির্বাচনে হারলেন বাইচুং ভুটিয়া উ ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজনীতিতে নাম লেখান এই ফুটবল তারকা। তারপর কখনও বাংলায় শাসক দল তৃণমূলের হয়ে তো কখনও সিকিমে নিজের দল গড়ে নির্বাচনে লড়াই করেছেন। কিন্তু কখনই মানুষের আশীর্বাদে জিততে পারেননি তিনি। এবারও সিকিমের নির্বাচনে হেরে পরপর ৬টি নির্বাচনে হারের লজ্জার রেকর্ড গড়লেন বাইচুং।

ফুটবল ময়দানে তিনি যতটা দাগ কাটতে পেরেছেন রাজনীতির ময়দানে ঠিক ততটাই ব্যর্থ তিনি। এবারে সিকিমের বরফুং কেন্দ্র থেকে তিনি ৪৩৪৬ ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার প্রার্থীর কাছে। বাইচুংকে হারিয়েছেন সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার রিকশল দর্জি ভুটিয়া। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৮৩৫৮। বাইচুং পেয়েছেন ৪০১২ ভোট।

এই এক্সিট পোল মানি না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ জুন (হি. স.): শনিবার শেষ দফার ভোটের পর যে সব বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশেরই অনুমান হল বাংলায় তৃণমূলের চেয়ে ভাল ফল করবে বিজেপি। রবিবার দুপুরে সেই পূর্বানুমানকে এক কথায় খারিজ করে দিতে চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল নেত্রী এদিন সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, এই এক্সিট পোল বিজেপির তৈরি করা। বিজেপি এটা তৈরি করে মিডিয়াকে খাইয়েছে। আমি এই মিডিয়া ক্যালকুলেশন মানি না। মমতার কথায়, দু'মাস আগে এই এক্সিট পোল তৈরি হয়েছে। একজন বিজেপি সাংসদের কোম্পানি তৈরি করেছে। তার পর মিডিয়াকে দেওয়া হয়েছে। মমতা বলেন, এরা নির্লজ্জ মিডিয়া।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর প্রদেশের সোনভদ্র, তীব্রতা মাত্র ৩.৯

লখনউ, ২ জুন (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর প্রদেশের সোনভদ্র। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল মাত্র ৩.৯। রবিবার বিকেল ৩.৪৯ মিনিট নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, রবিবার বিকেল ৩.৪৯ মিনিট নাগাদ ৩.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় সোনভদ্রে, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল ২৪.৬১ অক্ষাংশ ও ৮৩.০৬ দ্রাঘিমাংশ। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায়।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ থেকে ১৫২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং বিহারের গয়া থেকে ১৯৭ কিলোমিটার পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

রাজঘাটের বাইরে কেজরির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, বীরেন্দ্র-সহ কয়েকজন বিজেপি নেতা আটক

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় আটক হলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা। তিহাড় জেলে আত্মসমর্পণের আগে রবিবার রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল ও দলের নেতা-কর্মীরা।

কিন্তু, রাজঘাটে কেজরিওয়ালের আসায় আপত্তি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। বীরেন্দ্র সচদেবার নেতৃত্বে বিজেপির নেতা-কর্মীরা রাজঘাটের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তখনই আটক করা হয় বীরেন্দ্র সচদেবা-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাকে।

বর্জ্যভূমি পুনরুদ্ধার করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থা গড়ে তোলার আরেকটি পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ০২ জুন, ২০২৪: স্থায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে মালিগাঁওয়ের বিজি কলোনিতে অবস্থিত একটি বর্জ্যভূমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে সিরিশা রেল উদ্যান নামে একটি পার্ক নির্মাণ করেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদাই পরিবেশ রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য গ্রহটি সংরক্ষণ করে রাখথে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

নবনির্মিত সিরিশা রেল উদ্যানের স্থানটি এক সময়ে একটি বর্জ্যভূমি ছিল। কিন্তু আবর্জনা ও জল জমতে জমতে স্থানটি প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। যা সমাজের জন্য এবং নিকটবর্তী বাসিন্দাদের জন্য এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। কদর্যময় ও ভয়ঙ্কর দেখতে এই স্থানটির চারপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়েছিল দূষিত গন্ধ। যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ভূমিটি পুনরুদ্ধার করে সেখানে স্থানীয় জনগণের জন্য একটি পার্ক নির্মাণ করা হয়।সব ধরনের বয়সের মানুষের জন্য ওয়াকিং ও রানিং ট্র্যাকের মতো আধুনিক সুবিধাযুক্ত এই পার্কটি আয়তনে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাঁজার বর্গমিটার। এখানে বসার ব্যবস্থা, লন এবং ওপেন জিমের সুবিধা রয়েছে। মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম রয়েছে। পার্কটির দেওয়ালে অসমের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। শিশুদের খেলার স্থানের পাশাপাশি সোলার এলইডি ল্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। দুটি জলের ফোয়াড়া সহ একটি আকর্ষণীয় জলাশয় তৈরি করা হয়েছে।

এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য স্থানীয় জনগণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রশংসা করে কারণ আবর্জনা, মাছি ও মশার কবল থেকে তাঁরা এখন মুক্ত হতে পেরেছেন। শিশুরা যাতে খেলাধুলো করতে পারে এবং মানুষের একটু হাঁটার জন্য এলাকার জলাশয়টি একটি পার্কে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে এখানে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের এই গ্রহকে একটি উন্নত স্থান হিসেবে গড়ে তোলার কথা টিন্তা করে বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষ রোপণ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আমাদের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা এবং জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও স্থায়ী উন্নয়নে সাহায্য করা একটি কৌশলগত প্রতিশ্রুতি।

ফের উত্তেজনা সন্দেশখালিতে, ধরপাকড় পুলিশের, অভিযুক্তকে ছিনিয়ে নিলেন মহিলারা

সন্দেশখালি, ২ জুন (হি.স.): ভোট মিটলেও, বসিরহাট লোকসভার অন্তর্গত সন্দেশখালি অশান্তই। ভোটের পরদিনও সন্দেশখালিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল। সন্দেশখালির আগারহাটি মণ্ডলপাড়ায় ধুন্ধুমার। পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে গ্রামে ঢুকে ধরপাকড়ের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। একজনকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্তকে ছিনিয়ে নিলেন গ্রামের মহিলারা। পুলিশের বিরুদ্ধে গ্রামে ঢুকে অত্যাচারের পাল্টা অভিযোগে বিক্ষোভ। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ঢোকে পুলিশ, তল্লাশি চালাতে শুরু করে। এরপর যখন সাধন নন্দী নামে গ্রামের এক ব্যক্তিকে আটক করে তারা নিয়ে আসছিল, তখনই ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে আগারহাটি মণ্ডলপাড়ায়। প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন মহিলারা। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে মহিলারা বলেন, ”শাহজাহানের গুন্ডাবাহিনীকে গিয়ে ধরুন দেখি।”

৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে স্ট্রং রুম

কলকাতা, ২ জুন (হি.স.): আগামী মঙ্গলবার, ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা। পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি লোকসভা আসনে ভোট-গণনার জন্য মোট ৫৫টি কাউন্টিং সেন্টার রয়েছে। ৪১৮টি কাউন্টিং হলে ১৭ রাউন্ড গণনা হবে। কোচবিহার লোকসভার অন্তর্গত শীতলকুচি ৩১০ নম্বর বুথ, দিনহাটা ৩১৮ নম্বর বুথে সর্বোচ্চ ২৩ রাউন্ড এবং দার্জিলিং লোকসভার চোপড়ার ২৫১ নম্বর বুথে সর্বনিম্ন ৯ রাউন্ড গণনা হবে। ৪ হাজার ৯৪৪টি কাউন্টিং টেবিল থাকছে।

কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সবথেকে বেশি ৭টি কাউন্টিং সেন্টার রয়েছে। ডায়মন্ড হারবারে ৪টি, দার্জিলিঙে ৩টি, রায়গঞ্জে ২টি এবং অন্যান্য জায়গায় একটি করে কাউন্টিং সেন্টার থাকছে। ইভিএম কাউন্টিংয়ের জন্য ৪১৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এআরও থাকছেন। প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা হবে। ৩ লক্ষেরও বেশি পোস্টাল ব্যালট জমা পড়েছে। শেষে হবে ইভিএম গণনা। ভোট গণনায় ২৫ হাজারের বেশি মাইক্রো অবজার্ভার থাকছেন।

রাজ্যে মোট ভোটার ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ১০ হাজার ৬।

মঙ্গলবার ফল ঘোষণা, তার আগে বিভিন্ন জায়গায় কড়া নিরাপত্তায় স্ট্রং রুমে ব্যালট বক্সগুলি রাখা হয়েছে। রয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। সিসি ক্যামেরায় স্ট্রং রুমে ২৪ ঘণ্টা চলছে নজরদারি। গতকাল রাতেই স্ট্রং রুমে পৌঁছে গিয়েছে শেষ দফা ভোটের ইভিএম, জমা পড়েছে পোস্টাল ব্যালটও।

৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অসমে, ৩.৫ তীব্রতার পৃথক কম্পন মণিপুরে

গুয়াহাটি, ২ জুন (হি.স.) : আজ রবিবার বেলা ০২টা ১৪ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে মায়ানমারে। এর ঝটকা লেগেছে অসমের গুয়াহাটি, মেঘালয় এবং মণিপুরের একাংশ এলাকায়। অসমে রিখটার স্ক্যালে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৫। এছাড়া আজ ভোররাত ০২টা ৩৮ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে মণিপুরেও ভূমিকম্প হয়েছে। দুটি রাজ্যে সংঘটিত ভূমিকম্পে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস)-র পৃথক পৃথক প্রদত্ত তথ্যে জানা গেছে, আজ রবিবার বেলা ১৪:১৪:৫৭টায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মায়ানমারের ভূপৃষ্ঠের ১১০ কিমি গভীরে ২২.৮২ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৪৮ঙ্গ পূর্বে। এনসিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল মায়ানমারে হওয়ায় এর ঝটকা অসম, মণিপুর, মেঘালয় এবং বাংলাদেশের কিছু অংশে অনুভূত হয়েছে।

এছাড়া আজ রবিবার ভোররাত ০২:৩৮:৫০টায় মণিপুরে ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে। এর উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদ জেলার ভূপৃষ্ঠের ৭৭ কিমি গভীরে ২৩.৯১ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.১০ঙ্গ পূর্বে।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২৯ মে সন্ধ্যারাত ০৬টা ৪৩ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে মায়ানমারের সংঘটিত ভূমিকম্পের ঝটকা লেগেছিল অসমের গুয়াহাটি, মেঘালয়ের শিলং এবং মণিপুরের একাংশে। রিখটার স্ক্যালে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৬। এছাড়া গত ৮ মে ভোর ০৪টা ৫৫ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অরুণাচল প্রদেশের লোয়ার সুবনশিরি জেলা। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.১। তার আগে গত ১ মে সন্ধ্যায় নাগাল্যান্ডের মন জেলা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে রিখটার স্ক্যালে ৪.০ মাত্রার একটি মাঝারি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল।

রেমাল পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে চর্চা মোদীর, দিনভর নানা বিষয়ে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় রেমাল পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্য্যালোচনা বৈঠকে বসেন। বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে রেমাল পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, রবিবারের বৈঠকে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'-এর প্রভাব নিয়ে পর্য্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বৈঠকে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছিল। মিজোরাম, অসম, মণিপুর, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় ভূমিধস ও বন্যার কারণে মানুষের প্রাণহানি এবং ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত সরকার ঘূর্ণিঝড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের প্রতি পূর্ণ সহায়তা অব্যাহত রাখবে। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার জন্য নিয়মিত বিষয়টি পর্য্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন অনেকগুলি বিষয়ে সারা দিনে সাতটি বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করেছেন। এছাড়াও দেশের তাপপ্রবাহ জনিত পরিস্থিতি বর্তমানে কি পর্য্যায়ে আছে, সে বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আসন্ন পরিবেশ দিবসের প্রস্তুতি নিয়েও তিনি মত বিনিময়

নিজেদের মধ্যে কৌশল ঠিক করল কংগ্রেস, বুথ ফেরত সমীক্ষাকে ভুয়ো বললেন বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): আগামী ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। তার আগে রবিবার, গণনার দিনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠকে বসল কংগ্রেস। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের পৌরহিত্যে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধী, কে সি বেণুগোপাল, রাহুল গান্ধী, জয়রাম রমেশ প্রমুখ।

এই বৈঠক শেষে বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, 'আমরা আমাদের প্রদেশ সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী, ইনচার্জ এবং প্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তাঁরা সবাই খুব আত্মবিশ্বাসী। এই এক্সিট পোল সরকারের জন্য একটি ভুয়ো পোল। ইন্ডি জোট ২৯৫টি আসন পাবে এবং অবশ্যই সরকার গঠন করবে।'

জলের সঙ্কটে দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লিতে, যোগী ও সাইনিকে চিঠি লিখলেন অতিশী

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): জলের সঙ্কটে দুর্বিষহ অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে, অতি কষ্টের মধ্যে কাটছে সাধারণ মানুষের জীবন। জলের জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনিকে চিঠি লিখলেন দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী।

দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনিকে চিঠি লিখেছেন, সেই চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, এক মাসের জন্য দিল্লিতে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়। কষ্টের এই সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যোগী ও সাইনির কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন অতিশী।

অমিত পাঙ্গল প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট নিশ্চিত করলেন

ব্যাংকক, ২ জুন (হি.স.): রবিবার ব্যাংককে দ্বিতীয় বিশ্ব বক্সিং কোয়ালিফায়ারে পুরুষদের ৫১ কেজি বিভাগে আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকের জন্য ভারতের অমিত পাঙ্গল দ্বিতীয় টিকিট নিশ্চিত করলেন। তিনি চিনের লিউ চুয়াংকে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করে এই সাফল্য পেলেন। এর আগে প্রথম বক্সার হিসেবে নিশান্ত দেব পুরুষদের ৭১কেজি ইভেন্টে মলদোভার ভ্যাসিলে সেবোটারিকে ৫-০ ব্যবধানে পরাজিত করে অলিম্পিকের টিকিট পেয়েছেন।

দিনকয়েক দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস

বেঙ্গালুরু, ২ জুন (হি. স.): শনিবার ভারী বৃষ্টিতে জল জমে যানজটের সৃষ্টি হয় কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে। বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টিপাত আরও বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতর রবিবার হলুদ সতর্কতা জারি করে পূর্বাভাস দিয়েছে যে, বেঙ্গালুরুতে আগামী পাঁচ দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়াও, কেরলের বেশ কয়েকটি অংশে আগামী সাত দিনে বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের জন্যও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পূর্বাভাস অনুসারে, চেন্নাইয়ে আংশিক মেঘলা আকাশ এবং হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কয়েকদিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নজরকাড়া ফলাফল, বিজেপি কার্যালয়ে চলছে উদ্দাম বিহু নৃত্য, মিষ্টিমুখের প্রতিযোগিতা

ইটানগর, ২ জুন (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নজরকাড়া ফলাফল করেছে বিজেপি। ইটানগরে দলের প্রদেশ সদর কার্যালয়ে চলছে উদ্দাম বিহু নৃত্য, আবির খেলা ও পরস্পর পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করানোর প্রতিযোগিতা।

ইতিমধ্যে ৬০ আসনের অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় ৩২ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নেতৃত্বাধীন বিজেপি এবার বিগত দিনের রেকর্ড ভঙ্গ করে ইতিহাস রচনা করেছে। রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ খবর, ১৮ নম্বর পালিন বিধানসভা কেন্দ্রে ১০,০২৯ ভোট পেয়ে জিতেছেন বালো রাজা। তিনি ৫,০৪০ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছেন। ইলাং তালাং ১০ নম্বর সেপ্পা (পূর্ব) বিধানসভা কেন্দ্রে ৬,৯৩৬ ভোট পেয়েছেন। তিনি ৫,২৭০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ছেন। হামজং তাংহা ৫২ নম্বর চাংলাং (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রে ১,৪৫২ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন। এখন পর্যন্ত হামজং পেয়েছেন ৩,৬৫৪ ভোট।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই রাজ্যে গত ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় দুটি লোকসভা এবং ৫০টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একযোগে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু সহ ক্ষমতাসীন বিজেপি ইতিমধ্যেই ৬০ সদস্যের বিধানসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দশটি আসনে বিজয়ী হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় ক্ষমতাসীন বিজেপি ৬০ আসনের সব কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছিল। এছাড়া বিরোধী কংগ্রেস ১৯, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) ২০, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) ১৪টি, ১১টি আসনে আঞ্চলিক দল পিপলস পার্টি অব অরুণাচল (পিপিএ), চারটিতে অরুণাচল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, একটি আসনে লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেএসপি) প্রার্থী দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত মুক্তো বিধানসভা আসনে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। এছাড়া পাপুমপারে সহ আরও কয়েকটি আসনে বিরোধী প্রার্থী না থাকায় ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সাগালি আসনে রাতু তেচিও, লোয়ার সুবনশিরি জেলার জিরো আসনে হাগে আপাকে, তালি আসনে জিকে টাকো, তালিহা আসনে নিয়াতো ডুকম, রোয়িং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মুচ্চু মিথি।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ ২ জুন সকাল ছয়টায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু হয়েছে। আগামী ৪ জুন হবে দুই আসনে লোকসভা নির্বাচনের গণনা।

এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অরুণাচল পশ্চিম সংসদীয় আসনে এবং পূর্ব সংসদীয় আসনে বর্তমান সাংসদ তাপির গাও বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। অন্যদিকে অরুণাচল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাবাম তুকি পশ্চিম লোকসভা আসনে এবং দলের প্রদেশ উপ-সভাপতি বসিরাম সিরাম পূর্ব লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

এক্সিট পোলে দেশজুড়ে গেরুয়া ঝড়ের ইঙ্গিত, সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষায় ক্ষুব্ধ রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): শনিবার দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন মিটতেই এক্সিট পোল বা বুথ ফেরত সমীক্ষা শুরু করেছে বিভিন্ন সংস্থা। নির্বাচনের পর ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এক্সিট পোলের সাহায্যে ভোটে কোন দল কেমন ফল করবে কিংবা কত আসন পেতে পারে তার একটা ধারণা পাওয়া যায়। সেই মত শনিবার সন্ধ্যে থেকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বুথ ফেরত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, তৃতীয়বারও ক্ষমতায় বসতে চলেছে বিজেপি সরকার। ৪০০ আসনের কাছাকাছি পৌঁছবে এনডিএ জোট।

এদিকে ভোটের ফলাফলের আগে এক্সিট পোলের পরিসংখ্যানে চটেছেন রাহুল গান্ধী। রবিবার ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা সাংবাদিকদের বললেন, এটা এক্সিট পোল নয়, এটা মোদী-মিডিয়া পোল। আর তা শুনে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন, রাহুলের এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াই বলে দিচ্ছে এখন থেকেই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা দিচ্ছে কংগ্রেস তথা ইন্ডি জোটের মধ্যে।

এক্সিট পোলকে ভুয়ো বললেন জয়রাম, ইন্ডি জোটের জয় নিয়ে আশাবাদী কংগ্রেস নেতা

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.): এক্সিট পোলকে ভুয়ো বললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। বিরোধীদের ইন্ডি জোটের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী তিনি। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জয়রাম রমেশ বলেছেন, 'এই এক্সিট পোলগুলি ভুয়ো। ইন্ডি জোট ২৯৫ আসনের কম পাবে না। এই এক্সিট পোলগুলি ভুয়ো, কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একটি মনস্তাত্ত্বিক খেলা খেলছেন। তাঁরা বিরোধী দল, ইসিআই, গণনা এজেন্ট, রিটার্নিং অফিসারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং এমন পরিবেশ তৈরি করছে যে তাঁরা ফিরে আসছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সাংসদ রাহুল গান্ধী আমাদের সমস্ত প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। গতকাল ইন্ডি জোট নেতারা মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে দেখা করেছিলেন এবং আলোচনা হয়েছিল। সবাই বিশ্বাস করেছেন, ইন্ডি জোট ২৯৫ আসনের কম পাবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহ যে মনস্তাত্ত্বিক গেম খেলছেন।'

পুণে পোর্শে-কাণ্ড : নাবালকের অভিভাবকের ৫ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজত

পুণে, ২ জুন (হি.স.): পুণে-তে পোর্শে-কাণ্ডের অভিযুক্ত নাবালকের বাবা ও মা-কে আগামী ৫ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠাল পুণের জেলা ও দায়রা আদালত। রক্তের নমুনা ম্যানিপুলেশন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে নাবালকের অভিভাবককে। রবিবার তাঁদের পুণের জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাঁদের ৫ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, পুণের রাস্তায় বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় দু'জনের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, ঘটনার সময় মত্ত ছিল নাবালক। সেই তথ্য আড়াল করতে সরকারি হাসপাতালে তার রক্তের নমুনা অন্য কারও সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়েছিল বলে আগেই দাবি করেছিল পুলিশ। সেই মামলায় গ্রেফতার করা হয় সাসুন হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান অজয় তাওরে, চিফ মেডিক্যাল অফিসার হরি হলনোর এবং এক পিয়োনকে। এরপর এই মামলায় নাবালকের মা-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

প্রাণ হারালেন আরও দু''জন, পুরীতে বাজি বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ১১

পুরী, ২ জুন (হি.স.): ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথ দেবের চন্দনযাত্রার সময় বাজি বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১ হয়েছে। রবিবার দু''জন বিভিন্ন হাসপাতালে মারা গিয়েছেন বলে জানা গেছে। আগেই জানানো হয়েছে, জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার সময় গত বুধবার রাতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছিলেন। তাঁদের পুরী, ভুবনেশ্বর এবং কটকের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এই বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। নিহতদের প্রত্যেকের নিকট আত্মীয়দের জন্য এককালীন চার লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

রবিতেই তিহাড়ে কেজরি, জেলযাত্রার আগে কয়েকটি স্থান পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি. স.): শনিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। কোর্টের নির্দেশ মত, রবিবার তাঁকে ফিরতে হবে তিহাড় জেলে। তবে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করার আগে রাজধানীর কয়েকটি জায়গায় যাওয়ার কথা কেজরিওয়ালের।

জানা গেছে, রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি সৌধ এবং কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে যাবেন কেজরিওয়াল। সেখান থেকে আম আদমি পার্টির দফতর ঘুরে তারপর তিহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে, রবিবার দুপুর ৩টে নাগাদ জেলে যাবেন এএপি সুপ্রিমো।

বুথ ফেরত সমীক্ষাকে বিশ্বাস করি না, তোপ জি পরমেশ্বরের

বেঙ্গালুরু, ২ জুন (হি.স.): বুথ ফেরত সমীক্ষা আভাস দিচ্ছে, দেশ মোদী সরকারের পক্ষেই ভোট দিয়েছে। কিন্তু, এই বুথ ফেরত সমীক্ষাকে তিনি মানেন না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা জি পরমেশ্বর। রবিবার তিনি বলেছেন, আমি এক্সিট পোল বিশ্বাস করি না, শুধুমাত্র নির্বাচিত মিডিয়াই এক্সিট পোল দিয়েছে।

কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা জি পরমেশ্বর আরও বলেছেন, 'কর্ণাটকে আমাদের সমীক্ষা অনুসারে, আমরা ১৭টির বেশি আসন জিতব এবং কর্ণাটকে আমরা দ্বিগুণ ফলাফল পাব। গতকাল আমাদের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, আমরা ২৯৫-এর বেশি আসন পাব, এটি জনগণের সমীক্ষা, তাই আমরা এক্সিট পোলে বিশ্বাস করি না।'

নবম বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন রোহিত ও সাকিব

কলকাতা, ২ জুন (হি.স.): টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরু থেকে অর্থাৎ সেই ২০০৭ সাল থেকে টানা বিশ্বকাপ খেলে আসছেন ভারতের রোহিত শর্মা ও বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। এরা দুজনই এবার খেলবেন ক্যারিয়ারের রেকর্ড টানা নবম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ধকল, ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের চাপ আর ইনজুরি সামলে ৯টা বিশ্বকাপ খেলা কম কথা নয়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩৬ ম্যাচে সাকিবের রান ৭৪২ আর উইকেট ৪৭টি আর এই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উইকেটের কীর্তিটা সাকিবেরই। আগের আট বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার ম্যাচের সংখ্যা ৩৯, যা এই টুর্নামেন্টের রেকর্ড। ৯ ফিফটিসহ তিনি করেছেন ৯৬৩ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-র নবম বিশ্বকাপে সাকিব-রোহিত কি পারবেন তাদের রেকর্ডকে আরো উজ্জ্বল করতে?

অরুণাচল বিধানসভা নির্বাচন : ৩২ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি, নিশ্চিহ্ন কংগ্রেস, গণনা চলছে

ইটানগর, ২ জুন (হি.স.) : ৬০ আসনের অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভায় ৩২ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু নেতৃত্বাধীন বিজেপি এবার বিগত দিনের রেকর্ড ভঙ্গ করে ইতিহাস রচনা করেছে। রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস এবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ রবিবার সকাল ৬:০০টায় শুরু হয়েছে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন গত ১৯ এপ্রিল লোকসভা ভোটের দিন একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নির্বাচন কমিশনের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি ৩২, এনপিপি ২, পিপিএ ১, এনসিপি ০, কংগ্রেস ০ এবং নির্দলীয় ১ প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। ভোট গণনা চলছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত যে সব দল এগিয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে বিজেপি ১৪, এনপিপি ৩, পিপিএ ১, এনসিপি ৩ এবং নির্দলীয় ২।

বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতল রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ২ জুন (হি.স,): বরুশিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে রেকর্ড ১৫তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জিতে নিল রিয়াল মাদ্রিদ। ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদকেই ফাইনালে ফেবারিট হিসেবে ধরা হয়েছিল। তবে সহজেই জয় পায়নি লস ব্লাঙ্কোরা। প্রথমার্ধে দুর্দান্ত খেলে ডর্টমুন্ড সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে না পারায় ফাইনালে জিততে পারল না।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে শনিবার ডর্টমুন্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১৫তম শিরোপা জিতে নিল রিয়াল। প্রথমার্ধে চাপে কোণঠাসা রিয়াল ম্যাচে ফেরে ৭৪তম মিনিটে দানি কারভাহালের দুর্দান্ত হেডে। এরপর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিনিসিউস জুনিয়র।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ: কানাডার বিরুদ্ধে সহজেই জিতল যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্ক, ২ জুন (হি.স.): বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল যুক্তরাষ্ট্র।বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় জিতে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখল যুক্তরাষ্ট্র। কানাডার দেয়া পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করে সহজেই জিতল মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল।

ডালাসের গ্রান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে শনিবার কানাডার দেয়া ১৯৫ রান তাড়া করে ৭ উইকেটে জিতল যুক্তরাষ্ট্র ১৪ বল হাতে রেখে।

কানাডার বড় সংগ্রহের শুরুটা ভালো করেন টপ অর্ডারের দুই ব্যাটার। ৪১ রানের উদ্বোধনী জুটি হয় কানাডার। ২৩ রান করে অ্যারন জনসন বিদায় নেন পাওয়ারপ্লের মধ্যেই। এরপর বড় জুটি করেন ওপেনার নাভনিত ধালিওয়াল ও নিকোলাস কিরটন।

পয়েন্ট হারাল মায়ামি

নিউইয়র্ক, ২ জুন (হি.স.): ইন্টার মায়ামিতে বার্সেলোনার 'তিন কিংবদন্তি' লিওনেল মেসি, জর্দি আলবা, ও সার্জিও বুসকেটস গোলের দেখা পাওয়া সত্ত্বেও পয়েন্ট হারাল মায়ামি।

চেজ স্টেডিয়ামে সেন্ট লুইসের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। পয়েন্ট ভাগাভাগি হলেও টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মেসির দল। ইস্টার্ন কনফারেন্স লিগে ১৮ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩৫। ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স লিগে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রয়েছে সেন্ট লুইস।

ভোট গননাকে সামনে রেখে খোয়াই শহরে ফ্ল্যাগ মার্চ করলো খোয়াই জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জুন ।। আগামী মঙ্গলবার ৪ জুন ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা।

আজ খোয়াই জেলাশাসকের উদ্যোগে ভোট গননাকে সামনে রেখে খোয়াই শহরে ফ্ল্যাগ মার্চ সংগঠিত করা হয়। ভোট গণনার দিন এবং পড়ে যেন শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য খোয়াইবাসীকে সতর্কবার্তা এবং শান্তির বার্তা দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে।

ফ্ল্যাগ মার্চ রেলিতে উপস্থিত ছিলেন, খোয়াই জেলাশাসক চান্দনি চন্দ্রন, মহকুমা শাসক মেঘা জৈন, পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট রমেশ যাদব সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

অশান্তির শঙ্কা ! সন্দেশখালিতে ভোটের ফল প্রকাশ পর্যন্ত জারি ১৪৪ ধারা

সন্দেশখালি, ২ জুন (হি.স.): অশান্তির আশঙ্কায় ভোটের পরের দিনই সন্দেশখালিতে জারি হল ১৪৪ ধারা। রবিবার থেকে ভোটের ফল বেরোনোর দিন অর্থাৎ, আগামী ৪ জুন পর্যন্ত ন্যাজাট থানা এলাকার সরবেড়িয়া থেকে বয়ারমারি পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করল পুলিশ প্রশাসন। রবিবার এই ঘোষণা করেছেন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেন্দি রহমান।

সপ্তম তথা শেষ দফার লোকসভা ভোটে শনিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হয়েছে। শনিবার ভোটের দিন ওই লোকসভার অন্তর্গত সন্দেশখালিতে বিস্তর গন্ডগোল হয়। ভোটের দিন দফায় দফায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে বেড়মজুর, বয়ারমারি, আগারহাটি, কানমারি ইত্যাদি এলাকা। ভোটের দিনেও দেখা গিয়েছে সন্দেশখালির মহিলাদের 'আন্দোলন'। সার্বিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই জারি হল ১৪৪ ধারা।

ভাটপাড়ায় অর্জুনের এজেন্টের বাড়ির কাছে বোমাবাজি

ভাটপাড়া, ২ জুন (হি. স.): সাত দফার ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে শনিবার। ওইদিনই বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে ভাটপাড়াতে। সেখানে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের ইলেকশন এজেন্ট প্রিয়াংকু পান্ডের বাড়ির পাশের মাঠে বোমা ছোড়া হয়। শনিবার রাতের অন্ধকারে ভাটপাড়ায় এই বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

বিজেপি কর্মী প্রিয়াংকু পান্ডের অভিযোগ, ভোটগণনা যত এগিয়ে আসছে ভাটপাড়া অঞ্চলে সন্ত্রাস করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রিয়াংকুর বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ পুলিশ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে। যদিও এই ঘটনায় পুলিশ রবিবার সকাল পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি।

ফের ভুল চিকিৎসায়

● তিনের পাতার পর

মৃত ব্যক্তির মেয়ের অভিযোগ, শনিবার তার বাবা শারীরিক অসুস্থতাবোধ করলে ওই ব্যক্তিকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে হিমোগ্লোবিনের একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকেই ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। তবে হাসপাতালে আসার পর কোন চিকিৎসা করেনি জিবি হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। এমনই অভিযোগ রোগীর পরিবারের। শেষ পর্যন্ত রবিবার দুপুরে হাসপাতালের স্বাস্থ্য শেষ পর্যন্ত রবিবার দুপুরে হাসপাতালের শেষ পর্যন্ত রবিবার দুপুরে একটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। ওই ইনজেকশন দেওয়ার পরই নাকি ওই ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এমনই অভিযোগ রোগীর পরিজনদের।

সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় তীব্র উত্তেজনা। জিবি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার-পরিজনেরা। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ছুটে আসে পুলিশ।

বাংলাদেশী দুর্বৃত্তদের দ্বারা অস্ত্র

● তিনের পাতার পর

বিএসএফের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। পতাকা বৈঠকের সময় ছিনতাইকৃত অস্ত্র ও রেডিও সেট বিজিবি বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করেছে।

অরুনাচলে গেরুয়া

● তিনের পাতার পর

নম্বর তেজু আসনে ড় মহেশ চাই, ৪৫ নম্বর হুলিয়াং কেন্দ্রে দাসংগ্লু পুল (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪৬ নম্বর চৌখম আসনে চৌনা মিন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), ৪৭ নম্বর নামসাই আসনে চাও জিগনু নামচুম, ৫০ নম্বর মিয়াও আসনে কামলুং মৌসাং, ৫২ নম্বর চাংলাং (দক্ষিণ) আসনে হমজোং তঙ্গাহ ৫৩ নম্বর চাংলাং (উত্তর) আসনে তেসম পঙ্গোতে, ৫৪ নম্বর নামসাং আসনে ওয়াঙ্কি লোয়াং, ৫৬ নম্বর খোনসা (পশ্চিম) আসনে চকট আবো, ৫৭ নম্বর বরদুরিয়া-বগাপানি আসনে ওয়াংলিন লোয়াংডং, ৫৮ নম্বর কানুবাড়ি আসনে গ্যাব্রিয়েল ডানওয়াং ওয়াংসু এবং ৬০ নম্বর পাংচৌ-ওয়াক্কা আসনে হনচুম ঙানডাম।

ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র পাঁচ বিজয়ী প্রার্থী যথাক্রমে ২ নম্বর তাওয়াং আসনে নামগে সেরিং, ২৭ নম্বর লিরোমবা আসনে পেসি জিলেন, ৩৮ নম্বর পাসিঘাট (পূর্ব) আসনে তাপি দরং, ৪০ নম্বর মরিয়াং আসনে অনি পনইয়াং এবং ৫৯ নম্বর লংডিং-পুমাও আসনে থাংবাং বাংহম।

এনসিপি-র তিন বিজয়ী প্রার্থী যথাক্রমে ১৬ নম্বর যাচুলি আসনে টকো তাতুং, ৪৮ নম্বর লেকাং আসনে লিখা সোনি এবং ৪৯ নম্বর বড়ুমসা-দিয়ুং আসনে নিখ কামিন।

পিপলস পার্টি অব অরুণাচল (পিপিএ)-এর দুই বিজয়ী প্রার্থী যথাক্রমে ১৪ নম্বর দইমুখ আসনে নবাম বিবেক এবং ৩৯ মেবো আসনে ওকেন তায়েং।

এক আসনে বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (আইএনসি)-প্রার্থী। তিনি ৮ নম্বর আসনের কুমার বাই। তিন আসনে বিজয়ী নির্দলীয় প্রার্থী যথাক্রমে ৬ নম্বর থ্রিজিনো-বুরাগাঁও-এ তেনজিন নাইমা গ্লো, ৫১ নম্বর নামপঙ আসনে লাইসম সিমাই এবং খোনসা (পূর্ব) আসনে বাংলাম সাবিন।

এদিকে ৪০ আসনের সিকিম বিধানসভা কেন্দ্রে ফল ঘোষণা হয়েছে আজ। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রেম তামা ং-এর দল এস কে এম ৩১ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। একটি আসন পেয়েছে এসডিএফ। সূত্রের খবর পুনরায় সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন প্রেমসিং তামাং।

একগুচ্ছ দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে

● আটের পাতার পর

'প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা করার অত্যাবশ্যক গুরুত্ব, প্রথমে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা। এটি বিধিবদ্ধ নিয়মে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে... বছরের পর বছর ধরে এটি নির্বাচন কমিশন বুঝতে পেরেছে। তাঁরা আমাদের কথা ধৈর্য ধরে শুনেছেন এবং আমরা একটি শক্তিশালী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করছি।'

ক্রীড়াঙ্গন

অভিধার দুর্দান্ত ব্যাটিং সত্বেও প্রণবানন্দকে হারিয়ে আসাম রাইফেলস জয়ী, সুস্মিতা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হয়েছে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের গার্লস টিম দুর্দান্ত খেলে ২৫ রানে দারুন জয় পেয়েছে। হারিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির টিমকে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। ২৫ রানে দুর্দান্ত জয় দিয়ে সূচনা আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের।

রবিবার দুপুরে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। বিশেষ করে প্রমিকা হালাম ও সুস্মিতা বসাকের প্রশস্ত ব্যাটের দৌলতে আসাম রাইফেলসপাবলিক স্কুল নির্ধারিত ২০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে প্রমিকা হালাম ৬০ বল খেলে নটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকে। পাশাপাশি দলনেত্রী সুস্মিতা বসাক ৫৩ বলে চারটি বাউন্ডারি মেরে ৩৩ রানে নট আউট থেকে যায়। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের স্নেহা দত্ত, অভিজ্ঞা বর্ধন একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের দলনেত্রী কাম উইকেট কিপার অভিধা বর্ধন দুর্দান্ত খেলে একাই দলকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।

সতীর্থদের মধ্যে অস্মিতা রায় ২০ রান সংগ্রহ করে কিছুটা সহযোগিতা করলেও অন্যদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় অভিধা একা ব্যাট চালিয়ে অপরাজিত থেকেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। অভিধা ৪৭ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৬৫ রান সংগ্রহ করে বেশ নজর কেড়েছে। অবশেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রানে সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের প্রমিকা হালাম, সুস্মিতা বসাক ও ক্রিস্টিনা রেমা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। সুস্মিতা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের স্বীকৃতি।

ত্রিপুরা কুরাস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত হলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুনর্গঠিত হলো কুরাস এসোসিয়েশন। আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা কুরাস অ্যাসোসিয়েশনের (মার্শাল আর্ট) নতুন কমিটি গঠন করা হলো। রবিবার দুপুরেই হলো এই কমিটি গঠন। এতে উপস্থিত ছিলেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অবজারভার, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের অবজারভার, ত্রিপুরা অলম্পিক এসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষক, ইলেকশন অফিসার, এবং সকল জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা। এদের সবার উপস্থিতিতে রাজ্য কুরাস সংস্থার ২৫ জনের কমিটি গঠন করা হয় আগামী চার বছরের জন্য। এতে ত্রিপুরা স্টেট কোরাস অ্যাসোসিয়েশনের নবনিযুক্ত সভাপতি হলেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সাধারণ সম্পাদক হলেন রাহুল ভট্টাচার্য। সহ-সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী, রত্না দেবনাথ, প্রিতম সাহা, অনির্বাণ দেব। আরও তিনজন সহ সম্পাদক হলেন অঞ্জনা দাস, সঞ্জয় ভৌমিক, বিট্টু সাহা। কোষাধক্ষ্য বিমান বৈদ্য। টেকনিক্যাল এডভাইজর পিংকি চাকমা, অফিস সেক্রেটারি সুরজ শীল, লিটন দাস সহ সকল সদস্য ও সদস্যা ও পদাধিকারিদের উপস্থিতিতেই নতুন ভাবে গঠিত হলো এই কমিটি। রাজ্যে আগামীদিনে এই কমিটি কুরাস খেলাকে আরও কিভাবে জনপ্রিয় করা যায়, তার লক্ষ্যেই কাজ করবে এই নতুন কমিটি। নতুন করে গঠিত কমিটির সম্পাদক রাহুল ভট্টাচার্য এ বিষয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকবৃন্দ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

অতিরিক্ত খাতে শতরান পেয়ে ভবনসএর প্রাচ্যভারতী জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অতিরিক্ত খাতে শতরান পেয়ে সমৃদ্ধ ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের স্কোর। বিশেষ করে এই স্কোরের সুবাদে দুর্দান্ত ১১৬ রানের ব্যবধানে জয় পেয়ে লীগ সূচনা করেছে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। পরাজিত হয়েছে প্রাচ্য ভারতী স্কুল।

নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটার্সরা তেমন রান পায়নি, তবে অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ১১৪ রানের উপর ভর করে দুর্দান্ত ১৬৮ রানের ইনিংস গড়ে তুলে ভবনস দলের পক্ষে অঞ্জুলিকা সূত্রধরের ১৩ রান, স্নিগ্ধা পাল এর ১২ রান ও সানিয়া খাতুনের ১১ রান উল্লেখ করার মতো।

প্রাচ্য ভারতীর বর্ণালী দাস, তনয়া বিশ্বাস, বৃষ্টি সরকার ও অনিশা সেন প্রত্যেকটি একটি করে উইকেট পেয়েছে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রাচ্য ভারতীর মেয়েরা ভীষণভাবে ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ছয় জন শূন্য হাতে প্যাভেলিয়নে ফেরে। তারাও অতিরিক্ত খাতে ভালোই রান পেয়েছিল। অতিরিক্ত ৪৭ রানকে পুঁজি করে মোট ৫২ রানে প্রাচ্য ভারতীর মেয়েরা ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় ১৫.৫ ওভার খেলে। ভবনসত্রিপুরার সৌনাক্ষী ভৌমিক তিন রানে তিনটি, অঞ্জুলিকা সূত্রধর ৫ রানে এবং উক্তি দাস সাত রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে অঞ্জলিকা সূত্রধর।

সদর আন্তঃ স্কুল বালিকাদের ক্রিকেট বড়দোয়ালিকে হারিয়ে নন্দননগরের শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত রবিবার থেকে শুরু হলো ৭ টি বিদ্যালয় কে নিয়ে সদর আন্তঃ স্কুল বালিকা বিভাগে টি-টুয়েন্টি লীগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

এদিন সকালে নরসিংগড়স্থিত পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে মুখোমুখি বড়দোয়ালি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও নন্দননগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

ম্যাচে নন্দননগর স্কুল ৬ উইকেটে পরাজিত করে বড়দোয়ালি স্কুল কে।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বড়দোয়ালি স্কুল নির্ধারিত ২০ অভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১১৯ রান সংগ্রহ করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে নন্দননগর স্কুল ১৯.৪ ওভারে অর্থাৎ দুই বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

বড়দোয়ালি স্কুলের পক্ষে অবন্তিকা ভৌমিকের ৩৬ রান এবং সায়ন্তিকা নমঃ দাসের ২৬ রান উল্লেখযোগ্য ছিল।

বিজয়ী নন্দননগরের পক্ষে অন্তরা রুদ্র পাল সর্বাধিক ২১ রান পেয়েছে।

বোলিংয়ে বড়দোয়ালির সায়ন্তিকা ১৪ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। নন্দননগরের তৃষ্ণা ছেত্রী ও চন্দ্রা দেব একটি করে উইকেট পেয়েছে। বিজয় দলের তৃষ্ণা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রক্তদানে বাম সংগঠন কে এগিয়ে আসা আহ্বান জানালেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। গত কয়েক বছর ধরে রক্তদান কর্মসূচি হ্রাস পেয়েছে। ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিকিৎসক রক্তের জন্য রোগীর পরিজনদের বললে তারা ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্ত পাচ্ছেন না। বর্তমান সরকার শুধু প্রচারের জন্য কাজ করছে। তাই তাদের উপর নির্ভর করলে চলবে না। রক্তদান কর্মসূচিতে প্রত্যেককে এগিয়ে এসে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে রক্তের ঘাটতি মেটাতে হবে। রবিবার রাজধানীর মেলারমাঠস্থিত সি আই টি ইউ রাজ্য কার্যালয়ে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে এমনটাই বললেন পলির রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এছাড়াও এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, অমল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

এদিন ত্রিপুরা অটোরিকশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সিআইটিইউ কার্যালয়ে এ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের রক্তদান শিবিরে মানিক সরকার বাম শ্রমিক, যুব ও ছাত্র সংগঠনগুলিকে রক্তদানে এগিয়ে এসে মানুষের সাহায্যে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করেন।

পারিবারিক ঝগড়া কে কেন্দ্র করে স্ত্রীর হাতে খুন স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ জুন ।। সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মতামত তো অবস্থায় নিজের স্বামীকে খুন করল স্ত্রী। এমনই ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। স্ত্রীর হাতে স্বামীর খুনের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার রাতে সাব্রুম থানার অধীনে মানিকগর এলাকায় সঞ্জীব রায় তার স্ত্রী জয়ন্তী নমঃ রায় দুজনেই মদমত্ত অবস্থায় বাড়িতে কোন এক বিষয় নিয়ে ঝগড়া শুরু করে। পরবর্তী সময়ে সঞ্জীব এর স্ত্রী জয়ন্তী নমঃ রায় সঞ্জীবের গলায় ধারালো কাচি দিয়ে আঘাত করে। এতে রক্তাক্ত অবস্থায় নিজ ঘরে প্রাণ হারায় সঞ্জীব রায়।

ঘটনাটি পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি শুরু হলে সঞ্জীব রায়ের স্ত্রী রাতে বাড়ি থেকে অন্যত্র সরে যায়। পরবর্তী সময় পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে অভিযুক্ত স্ত্রী জয়ন্তী নমঃ রায়কে গ্রেপ্তার করে সাব্রুম থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ ও ফরেনসিক টিম। এদিকে অভিযুক্ত স্ত্রীর দাবি, সঞ্জীব রায় তাকে প্রায়শই মারধর করে। এদিনও একইভাবে ও মহিলাকে মারধর করতে আসায় সে তার স্বামীকে আঘাত করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে ৯ বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রবিবার বিজেপি ৯ বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন মঠ চৌমুহনীতে এই রক্তদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্যই রাজনীতি করে না। মানুষের সেবা হল বিজেপির আসল কাজ। নির্বাচনের কারণে গোটা রাজ্যে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণ করতেই মুখ্যমন্ত্রী সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন। আর তাতেই সমগ্র রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে। মানুষের পাশে থেকে মানুষের সেবায় এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি আগামী দিনে ও জারি থাকবে বলে জানালেন তিনি।

চিকিৎসাধীন চিত্ত মহারাজ, শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে গেলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন ।। গত শুক্রবার শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে জিবি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পদ্মশ্রী প্রাপক তথা রাজ্যের শান্তি কালী আশ্রমের চিত্ত মহারাজ। রবিবার ওনার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে জিবিপি হাসপাতালে যান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, অভিষেক দেবরায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

এদিন হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে ওনার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন তারা। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, গত শুক্রবার থেকে তিনি জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বর্তমানে আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা ওনার শারীরিক সুস্থতার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। খুব দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

বহিরাগত যুবকের দ্বারা জিবি হাসপাতালে রক্তাক্ত চিকিৎসক, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। ফের জিবি হাসপাতালে বহিরাগতদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন এক চিকিৎসক। ঘটনাটি রবিবার জিবি হাসপাতালে। ঘটনায় আক্রান্ত চিকিৎসক গুরুতর আহত হয়েছেন। তার মাথায় সেলাই লেগেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই চিকিৎসক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, জিবি হাসপাতালের তৃতীয় বর্ষের এক পিজি চিকিৎসক নিজ দায়িত্ব পালন করতে হাসপাতালে এসেছিলেন। তখনই একটি স্কুটিতে করে তিনজন পার্কিং বিষয় নিয়ে ওই চিকিৎসকের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ায়। ওই চিকিৎসককে অসভ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। যদিও হাসপাতালের নিরাপত্তা রক্ষী এবং এক পুলিশকর্মী ছুটি এলে স্কুটিতে থাকা তিন যুবক পালিয়ে যায়।

আক্রান্ত চিকিৎসক তখন স্কুটির নাম্বার নোট করার জন্য আরেকটু সামনে গেলে সেখানে স্কুটিতে থাকা ওই তিন যুবকসহ আরো কয়েকজন চিকিৎসককে ঘিরে ধরে।

তাদের মধ্যে একজন হাতের কড়া খুলে ওই চিকিৎসকের মাথায় ভীষণভাবে আঘাত করে। যাতে রক্তাক্ত অবস্থায় সংজ্ঞা হারিয়ে ঘটনাস্থলে পড়ে যান চিকিৎসক। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ওই যুবকেরা।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে ওই চিকিৎসককে উদ্ধার করে ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। তার মাথায় সেলাই লেগেছে। সারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই চিকিৎসক। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালে এ ধরনের বহিরাগতদের আনাগোনার ফলে একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করো, দাবি জানিয়েছেন আক্রান্ত চিকিৎসক।

শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন করতে সচেষ্ট লংতরাই ভ্যালী মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২ জুন ।। ভোট গননার দিন যাতে শান্তি সম্প্রতি বজায় থাকে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু আরক্ষা দপ্তর। কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় মনু এসডিপিও রাজু রিয়াং এর নেতৃত্বে চলছে ফ্ল্যাগমার্চ ও এলাকায় টহলদারি করছে পুলিশ ও টিএসআর জোয়ানরা।

এখানে উল্লেখ্য লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিসে পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের করমছড়া ও ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গননা হবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গননার দিন দুটি রাজনৈতিক দলের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিস চত্বর।

যদিও লোকসভা নির্বাচনে এমন কোন অপ্রতিকর ঘটনার সম্ভাবনা তেমন নেই। তারপরও কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে নারাজ মনু আরক্ষা দপ্তর।

এসডিপিও রাজু রিয়াং জানান নির্বাচনি ফলাফল যাইহোক না কেন গোটা মহকুমা জুড়ে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য কঠোর পুলিশি ব্যবসা কায়েম করা হবে। ফ্ল্যাগমার্চ করে আমরা এটাই জানান দিতে চাই এলাকার শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখাটাই আরক্ষা দপ্তরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ এক পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ জুন ।। রাজ্যে নারী নির্যাতন ধর্ষণ সহ অসামাজিক কার্যকলাপ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ ধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনায় কলুষিত হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা।

খোয়াই গনকি গ্যস এজেন্সি সংলগ্ন এলাকায় এগারো বছর বয়সের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে।

পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। আদালত থেকে ধর্ষণ মামলায় ধৃতকে চৌদ্দ দিনের জেল হাজতে পাঠায়। এগারো বছর বয়সের একটি নাবালিকা মেয়ে পাড়ার টিউবওয়েলে জল আনার জন্য যায়। সেই টিউবওয়েলে স্নান করছিল জনৈক বীরেন্দ্র শুক্লবৈদ্য (৫৫)। বীরেন্দ্র শুক্লবৈদ্য মেয়েটিকে টিউবওয়েলে মধ্যে একা পেয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

মেয়েটির চিৎকার শুনে তার মা ও পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসতেই অভিযুক্ত ব্যাক্তি পালিয়ে যায়। পরে মেয়েটির পরিবারের তরফে খোয়াই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যায় কেইস নং১৮/২৪, পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭/৩৫৪(বি)/৩২৩/৩০৭নং ১২ পস্কো আইনের ধারায় মামলা লিপিবদ্ধ করে তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্ত বীরেন্দ্র শুক্লবৈদ্যকে গ্রেপ্তার করে মহিলা থানার পুলিশ।

ধৃত অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হলে তাকে চৌদ্দ দিনের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

মোদীর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না : বাবা রামদেব

নয়ডা, ২ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তাঁর ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের মতো। রবিবার এই মন্তব্য করলেন যোগগুরু বাবা রামদেব। শনিবার লোকসভা নির্বাচনের ভোটপর্ব শেষ হয়েছে, এরপর বুথ ফেরত সমীক্ষায় আভাস দেওয়া হয়েছে, ফের দেশে সরকার গঠন করবে মোদী সরকার। যদিও, ফল ঘোষণা হবে ৪ জুন। তার আগে রবিবার উত্তর প্রদেশের নয়ডায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যোগগুরু বাবা রামদেব বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব, তাঁর নীতি, চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব এত বড় এবং তা বছরের পর বছর নীতিনিষ্ঠার কারণে। এক্সিট পোলে এসবের প্রতিফলন ঘটছে, ফলাফলও একই রকম হবে বলে মনে হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না, হিমালয়ের মতো তাঁর ব্যক্তিত্ব।'

সাপের কামড়ে আহত নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২ খুন ।। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রাজস্মিতা। বারান্দায় লোহার গ্রীলের ভেতরে খেলা করছিল একা একাই। হঠাৎ গ্রীল থেকে পড়ে একটি সাপ। কিছু বুঝে উঠার আগেই সাপটি চোখের পলকে রাজস্মিতাকে কামড়ে সামনের বাগানে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি আজ দুপুর ১ টায় খোয়াই গনকীতে। তার চিৎকার শুনে বাড়ীর ভেতর থেকে দাদু দিদা ছুটে এসে রাজস্মিতাকে নিয়ে যায় খোয়াই জেলা হাসপাতালে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক অরিন্দম দেববর্মা তাকে আগরতলা গোবিন্দ ভল্লব পন্থ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সংবাদ লেখার সময় পারিবারিক সূত্রে খবর বর্তমানে বিপদমুক্ত সে।

উল্লেখ্য রাজস্মিতা খোয়াই আনন্দ মার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। গত এক পক্ষকালের মধ্যে এ নিয়ে তিনটি সাপে কামড়ানোর ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন খোয়াই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনায় গনকী এলাকায় ভীতির সঞ্চার হয়েছে।

একগুচ্ছ দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে গেল ইন্ডি জোট, গণনার গুরুত্ব তুলে ধরলেন সিংভি

নয়াদিল্লি, ২ জুন (হি.স.)।। একগুচ্ছ দাবি নিয়ে রবিবার নির্বাচন কমিশনে গেল ইন্ডি জোটের নেতৃবৃন্দ। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআই-এর ডি রাজা, সিপিআই (এম)-এর সীতারাম ইয়েচুরি, কংগ্রেসের সলমন খুরশিদ, অভিষেক মনু সিংভি প্রমুখ। সীতারাম ইয়েচুরি এদিন বলেছেন, 'দাবিগুলি ছিল, ২০১৯-এর নির্বাচন পর্যন্ত পদ্ধতি ও আইন ছিল, প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গণনা ও ঘোষণা করা হবে এবং তার পরে ইভিএম গণনা শুরু হবে। আমরা এই কথায় বলেছি।'

অভিষেক মনু সিংভি বলেছেন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড় "রেমাল"-এর প্রভাব খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে সরকার সবরকম সহায়তা দিয়ে যাবে

নয়াদিল্লি, ০২ জুন ২০২৪, পিআইবি।। প্রধানমন্ত্রী আজ নতুন দিল্লির ৭ লোক কল্যাণ মার্গে তাঁর বাসভবনে ঘূর্ণিঝড় "রেমাল"-এর প্রভাব নিয়ে আধিকারিকদের সাথে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন।

বৈঠকে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলির ওপর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। মিজোরাম, আসাম, মণিপুর, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় ভূমি ধ্বস ও বন্যায় মানুষের প্রাণহানির পাশাপাশি ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নিয়েও আলোচনা হয়। রাজ্যগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) দল মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্গত মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, আকাশপথে উদ্ধার এবং রাস্তা সরাই ও খুলে দেওয়ার কাজ পরিচালনা করেছে এনডিআরএফ। রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বলেও বৈঠকে উল্লেখ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে ভারত সরকার সর্বতোভাবে সহায়তা করবে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিষয়টি নিয়মিত পর্যালোচনা এবং পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রধান সচিব, ক্যাবিনেট সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, ভূবিজ্ঞান মন্ত্রকের সচিব, এনডিআরএফ-এর মহানির্দেশক এবং এনডিএমএ-র সদস্য সচিব সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

রক্তস্বল্পতা দূর করতে ধর্মনগর পুর পরিষদের ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ও নবরূপ সংঘের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ জুন ।। ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের স্বল্পতা দূর করতে ২-রা জুন ধর্মনগর পুর পরিষদের ১৪ নম্বর ওয়ার্ড ও নবরূপ সংঘের যৌথ উদ্যোগে পুর পরিষদের অন্তর্গত দীনদয়াল ভবনে একটি বিশেষ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

এছাড়া রক্ত দান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কমলা চক্রবর্তী বুথ সভাপতি জয়ন্ত দেব এবং নবরূপ সংঘের সভাপতি, সম্পাদকসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আজকের শিবিরের মোট ১৪ রক্ত দাতা রক্তদান করেন। ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য-সদস্যা চম্পু সোম , বিধান গোস্বামী, দেবব্রত নাথ,অমিতা নাথ, কাকলী রাউৎ এবং ঈশিতা চক্রবর্তী। ব্লাড ব্যাঙ্কের সম্মানিত টেকনিশিয়ান ও কর্মীবৃন্দ।

আজকের শিবিরের স্বাস্থ্য পরীক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মনোজ দেবনাথ।

লোকনাথ বাবার ১৩৪ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ জুন।। রবিবার ১৯ জ্যৈষ্ঠ শ্রী শ্রী লোকনাথের ১৩৪তম তিরোধান দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও রাজধানীর লোকনাথ আশ্রমে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মপ্রাণ জনগণের ভিড় লক্ষ্য করা যায় এদিন লোকনাথ বাবার আশ্রমে। লোকনাথ আশ্রমে সম্পাদক অমূল্য ভট্টাচার্য জানান শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ১৩৪ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে গত ১৯ মে আশ্রম প্রাঙ্গনে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও ২৬শে মে বৃদ্ধাশ্রম এবং অনাথ আশ্রমে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। মেধাবী দু:স্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্য বই বিতরণ করার কর্মসূচি ও হাতে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন সকাল থেকেই লোকনাথ বাবার আশ্রমে শুরু হয় বিশেষ পূজার্চনা। প্রথমে সকালে লোকনাথ আশ্রমে বাল্যভোগ প্রদান করা হয়। তারপরেই অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজার্চনা। অঞ্জলি প্রদান করেন ভক্তরা। দুপুর একটাই বিতরণ শুরু হয় মহা প্রসাদের। এদিন সকাল থেকেই লোকনাথ বাবার আশ্রমে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এদিন আশ্রম প্রাঙ্গনে নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসেন।

অসমের বরাক উপত্যকায় পুলিশের পৃথক অভিযানে ৯.৫ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, গ্রেফতার সাত

গুয়াহাটি, ২ জুন (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় পুলিশের অভিযানে ৯.৫ কোটি টাকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার হয়েছে। মাদক পাচারের অভিযোগে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে কাছাড় পুলিশ।

আজ রবিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে এ খবর দিয়ে বলেছেন, অসমের বরাক উপত্যকায় শনিবার রাতে পৃথক অভিযানে মাদক দ্রব্য সহ সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ড. শর্মা লিখেছেন, পুলিশের ''শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক''-এর ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ একটি দোকানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮০০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে একজনকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া কাছাড় জেলা পুলিশের দুটি অভিযানে ১.৯ কেজি হেরোইনের সঙ্গে ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এক্স হ্যান্ডলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, এ ধরনের অপারেশন এবং নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার ঘটনায় রাজ্যে ড্রাগস নেক্সাসকে দুর্বল করছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।